www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

বিশ্বনবী (দঃ)
নূর হওয়ার প্রমাণ

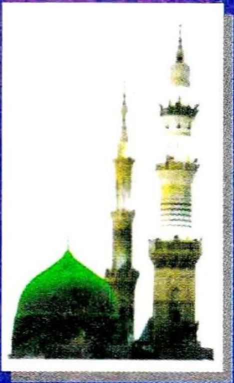

মূল

হাকিমুল উম্মত মুফ্‌তি আহ্‌মদ ইয়ার খাঁন নঈমী (রঃ)

অনুবাদ, সংগ্রহ ও সংকলনে

শায়খ খন্দকার গোলাম মাওলা নকশেবন্দী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

বিশ্ব নবী (দঃ) নূর হওয়ার প্রমাণ

মূল ঃ

হাকিমুল উম্মত

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ)

সংগ্রহ, অনুবাদ ও সংকলনে ঃ

শায়খ খন্দকার গোলাম মাওলা নকশেবন্দী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

বিশ্ব নবী (দঃ) (সঃ) নূর হওয়ার প্রমাণ

সংকলনে ঃ
শায়খ খন্দকার গোলাম মাওলা নকশেবন্দী মুজাদ্দেদী আল কাদেরী
খতিব
কমলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ঢাকা
প্রধান পৃষ্ঠপোষক. শাহজাহানপুর রেলওয়ে হাফেজিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা ঢাকা-
এবং
চেয়ারম্যান, ইসলামী প্রপাগেশন মিশন ইন্টারন্যাশনাল
২ নং বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, (গুলিস্তান কমপ্লেক্স) ,ঢাকা-১০০০

প্রকাশক ঃ
মাওঃ মুফাসিসর, মুফতি, মুহাদ্দিছ কাজী মোঃ মনির উদ্দীন
উত্তর শাহজাহানপুর রেলওয়ে হাফেজিয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদ্রাসা
উত্তর শাহ্জাহানপুর, ঢাকা-১২১৭।

২য় প্রকাশ ঃ জানুয়ারি-২০১০

হাদিয়া ঃ একশত ত্রিশ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান ঃ
ইসলামিক প্রপাগেশন মিশন ইন্টারন্যাশনাল
গুলিস্তান ভবন, ২নং বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ মোঃ এনামুল হক (মাসুম)
মুদ্রণে ঃ
বোরাক প্রিন্টিং প্রেস
৪৩, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫। ফোন ঃ ৮৬১৪৬৯৩

ইসলাম কাহারও পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। বইটি প্রকাশের জন্য এবং ইসলাম ধর্মের প্রচারের জন্য কোন মুদ্রণ নিয়ন্ত্রন বিধি বা কপিরাইট নাই। যে কোন ধর্মপ্রাণ মুসলমান বইটি প্রচার বা প্রকাশ করিতে পারেন। তবে আমাদের ঠিকানায় কয়েকটি কপি পাঠাইলে আমরা অবগত থাকিব।

বইটির বিক্রয় লব্ধ অর্থ সম্পূর্ণভাবে মানব সেবায় এবং ইসলামের প্রচারে ব্যয় করা হয়।

Price:P.Str.3.00 U.S$ 5.00. Tk.160.00

প্রাপ্তিস্থানঃ

Mr. Mohd. Abdul Wahid
44-17, 25th Avenue
Apt.#2nd Floor
Astoria, N.Y-11103
U.S.A

Mr. M.A. Wadood
145, Great. Norbury ST.
Hyde, Cheshire SK 141, H,T,. U.K.

Mohammed Shafiul Azam Chowdhury
Al Taif General Transport. P.O. Boox No. 80802
Hamriya Market, Deria, Dubai, U.A.E

Mohammed Golam Mostofa
Interpark, International Ltd. Flat B, 2nd Floor
Hang Fook Building 17-23 Shaghai Street,
Kowloon, Hongkong

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের অভিমত

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়াছ ছালাতু ওয়াছছালামু আলা রাছুলিহিল কারীম। ওয়া আলা আলিহিত তাইয়্যেবীনা ওয়াত তাহেরীন। ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছহাবিহি আজমাইন। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। আর অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় নবী, উম্মতের মুক্তি দাতা, সুপারিশকারী, শেষনবী, সমগ্র বিশ্বের রহমতের কান্ডারী, "যার ভালবাসা ঈমানের পূর্বশর্ত" তাঁর উপর ও তাঁর পবিত্র বংশধরগণের উপর, সমস্ত সাহাবা (রাঃ) ও তাবেয়ীনদের উপর বর্ষিত হউক। অতঃপর সে সব আওলিয়ায়ে কেরামগণের উপর যাদের মাধ্যমেই পৃথিবীর মানুষ সৎপথে এসেছে ও আসবে, যাদেরকে বাদ দিয়ে কোন ইসলাম হতে পারে না, তাদের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হউক। নবী (সঃ) নূর না মাটি এ বিষয়ে কোন কোন লোক মনগড়া কথা বার্তা বলে এবং নবী (সঃ) সৃষ্টির হাকিকতকে অস্বিকার করে থাকে। অথচ তিনি (সঃ) হাকীকিভাবে নূরের সৃষ্টি। যাহা বিশ্বাস করা হইল ঈমান। অবিশ্বাস করা কুফুরী। এ বিষয়ে হাকিমুল উম্মত মুফতী আল্লামা আহমদ ইয়ারখান নঈমী (রঃ) নূরে মুহাম্মদী নামক একখানা উর্দু কিতাব সংকলন করেন। যাহা বাংলায় অনুবাদ করেন মাওঃ কাজী আনওয়ারুল ইসলাম খাঁন"। উক্ত কিতাবকে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ পরিহার করে নত্ববিধান ও সত্ব বিধানকে সংশোধন করে এবং ব্যাকরণীক তথ্য সংযোজন করে কোরান সুন্নাহ এজমা ও কেয়াস সম্মত আধুনিক উন্নত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে উক্ত "বিশ্ব নবী (দঃ) নূর হওয়ার প্রমাণ" কিতাবটি বিশ্ববরণ্য আলেমে দ্বীন, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত এমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরুপ, এশিয়া মহাদেশের প্রখ্যাত ইসলাম প্রচারক, বিটিবির সম্মানিত

www.AmarIslam.com

বিশ্ব নবী (দঃ) নূর হওয়ার প্রমাণ

ধর্মীয় আলোচক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও বহু ভাষাবিদ মুর্শিদে বরহক আল্লামা আলহাজ্ব শায়খ খন্দকার গোলাম মাওলা নকশেবন্দী, মুজাদ্দেদী আল কাদেরী সুন্নি, হানাফী উক্ত কিতাবটি সংগ্রহ, অনুবাদ ও সংকলন করে বিশ্ব মুসলিমকে এক অমূল্য সম্পদ উপহার দিয়েছেন। সাম্প্রতিক কালে দেখা যায় বিভিন্ন ওয়াজ তাফছির মাহ্‌ফিলে ও টিভির মধ্যে যখন ধর্মীয় আলোচনা হয় তখন বিশ্বনবীর নূরানী সত্ত্বাকে অস্বীকার করার এক অপচেষ্টা শুরু হয়েছে এবং দেশের মুসলমানদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে বইটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং এটা ছিল সময়ের দাবী। তার প্রচেষ্টায় বর্তমান বইটি যথা সাধ্য নির্ভুল করার চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপিও মুদ্রণ জনিত কারণে ভূলত্রুটি থাকাবিচিত্র নয় পাঠকদের সহযোগীতা পেলে আরো উন্নত করা হবে ইনশাআল্লাহ। এই বইটি যদি কোন আলেমে পড়েন তার জ্ঞান পরিষ্কার হবে অন্তরের কুলুষিতা দূর হবে এবং যদি কোন সাধারণ শিক্ষিত পড়েন তাঁর ঈমান দৃঢ় হবে, যদি কোন আকিদা বিরোধী লোকে পড়েন তাহলে তার বিভ্রান্তি ধরা পড়বে।

আল্লাহ যেন এই বইটি উত্তমরূপে কবুল করেন। আমিন।

বিনীত প্রকাশক
মুহাদ্দিছ, মুফাসিসর মুফতি
মাওঃ কাজী মোঃ মনির উদ্দিন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

সূচনা

পুস্তিকা আরম্ভ করার আগে কতেক নিয়ম জেনে রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি।

১. 'নুর' শব্দের আভিধানিক অর্থ আলো, চাকচিক্য ও উজ্জ্বল। তবে কোন কোন সময় উহাকেও নূর বলা হয় যাদ্বারা আলোকিত করা হয়। এ অর্থে সূর্যকেও নূর বলা যায়। বিদ্যুৎ, চেরাগ ও লাইটকেও নূর বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ 'মুছাব্বাব' উল্লেখ করে 'ছবব' অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

২. 'নূর' দু'ধরণের হতে পারে। (ক) ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য (হিচ্ছি) এবং (খ) ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য বা বিবেক গ্রাহ্য (আকলী)।

'ইন্দ্রিয়গাহ্য' হল যা চোখে দেখা যায়। যেমন সূর্যের কিরণ, চেরাগ. বিদ্যুৎ ইত্যাদির আলো। 'বিবেগগ্রাহ্য; হল যাকে চুক্ষু বা দৃষ্টি শক্তি অনুভব করতে পারে না। তবে বিবেক বলে দিতে পারে যে ইহা 'নূর' এবং আলো। এই অর্থে ইসলাম, কোরান এবং হেদায়তকে আলো বলা হয়। এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত আয়াত সমূহ উল্লেখযোগ্য।

(১) الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور

অর্থাৎ ঃ- আল্লাহ মুমিনদের সাহায্যকারী, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান। এ আয়াতে পথভ্রষ্টতাকে অন্ধকার হেদায়েতকে আলো ও নূর বলা হয়েছে।

(২) وانزلنا اليكم نورا مبينا

অর্থাৎ ঃ এবং আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট 'নূর' অবতীর্ণ করেছি।

অত্র আয়াতে কোরানকে 'নূর' বলা হয়েছে।

(৩) مثل نوره كمشكوة فيها مصباح

অর্থ ঃ আল্লাহর 'নূর' এর উদাহরণ ঐ চেরাগদানের মতো যার মধ্যে চেরাগ রয়েছে। এ আয়াতে রাব্বুল আলামীন স্বীয় স্বত্বাকে অথবা বিশ্বনবী (দঃ) 'নূর' আখ্যা দিয়েছেন।

(৪) فمن كان ميتا فاحييناه وجعلناه نورا يمشى به فى الناس

অর্থাৎ ঃ- আর যে ব্যক্তি মৃত ছিল আমি তাকে জীবন দান করেছি এবং তার জন্য 'নূর' বানিয়েছি যাতে সে মানুষের মধ্যে চলতে পারে।

নিম্ন লিখিত আয়াতে ইসলামকে নূর বলা হয়েছে যেমনঃ-

(৫) افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه

অর্থাৎ ঃ- অতঃপর যার বক্ষকে আল্লাহ ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছেন সে তার প্রভূর পক্ষ থেকে আলোর মধ্যে রয়েছে।

(৬) ربنا اتمم لنا نورنا واغفرلنا

অর্থাৎ ঃ- হে আমাদের প্রভু। আমাদের 'নূর' পূর্ণ করে দাও এবং আমাদের গুণাহ মাফ করে দাও।

(৭) وانزلنا التوراة فيه هدى ونور

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ ঃ- আর আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, এতে রয়েছে হেদায়েত এবং নূর

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেনঃ-

فان العلم نور من اله وان النور لا يعطى العاصي

অর্থাৎ - নিশ্চয়ই জ্ঞান আল্লার নূর। আর উক্ত নূর কোন পাপীকে দেয়া হয় না।

৩. "নূর" এর সজ্ঞা ঃ

উহাই 'নূর' যা স্বয়ং আলোকিত এবং অন্যকেও আলোকিত করে থাকে

ظاهر بالذات مظهر للغير

নূর এর এই আলোকিত হওয়া এবং অন্যকেও আলোকিত করাকেও দুভাগে ভাগ করা যায়। (ক) ইদ্রিয় গ্রাহ্য (হিচ্ছি) ও খ) বিবেক গ্রাহ্য (আকলী)

চন্দ্র, সূর্য, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে স্বয়ং আলোকিত এবং অন্যকেও আলোকিত করে।

জ্ঞান, হেদায়েত, ইসলাম, কোরান ইত্যাদি বিবেক গ্রাহ্যভাবে নিজে আলোকিত এবং অন্যকেও আলোকিত করতে সক্ষম।

৪. মহান আল্লাহ মূলত স্বত্বাগতভাবে জাতি নূর। তিনি স্বয়ং আলোকিত এবং যাকে তিনি আলোকিত করেছেন সেও আলোকিত হয়েছে। তবে নবীয়ে করীম (দঃ) কোরান, ইসলাম, ফেরেস্তা, আল্লাহ প্রদত্ত নূর দ্বারা আলোকিত হয়েছেন। যেমন-মহান আল্লাহ স্বত্বাগতভাবে সদা সর্বদা

www.AmarIslam.com

সর্বশ্রোতা سميع সর্বদ্রষ্টা بصير জীবিত সর্বজ্ঞ عليم حي সর্ববিষয়ে অবগত خبير আর অন্যান্য সৃষ্টি জগত তাঁর প্রদত্ত শক্তিতে শ্রোতা. দ্রষ্টা. জ্ঞানী ইত্যাদি।

তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন-

انه هو السميع العليم

অর্থাৎ ঃ- নিশ্চয় তিনি অধিক শ্রোতা এবং মহাজ্ঞানী

অত্র আয়াতে রাব্বুল আলামীন নিজেকে নিজে سميع এবং بصير বলে আখ্যা দিয়েছেন। অন্য আয়াতে মানব সম্প্রদায় সম্পর্কে এরশাদ করেন-

انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا

অর্থাৎ ঃ- আমি মানব সম্প্রদায়কে মিশ্রিত বীর্য হতে সৃষ্টি করেছি যাতে তাকে পরীক্ষা করতে পারি। অতঃপর তাকে আমি শ্রোতা এবং দ্রষ্টা বানিয়েছি।

তাঁর সমস্ত গুনাবলীর অবস্থা হল যে, তিনি স্বত্বাগতভাবেকারো দান ব্যতীত সমস্ত গুনাবলীর ধারক এবং সৃষ্টি জগত তাঁর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ঐ গুনাবলীর অধিকারী। শব্দ উভয় জাতের জন্য ব্যবহৃত হলেও অর্থের মধ্যে অনেক তফাৎ রয়েছে।

৫. নবী করিম (দঃ) নূর হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তিনি আল্লাহর স্বত্বাগত্ত মূল দৈহিক নূরের অংশ বিশেষ এবং হুজুরের নূর আল্লাহর মতো

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

স্বত্ত্বাগত চিরস্থায়ী। এটাও নয় যে, রাব্বুল আলামীন নবীর মধ্যে ঢুকে গেছেন। যাতে শিরক ও কুফরী সংঘটিত হয়ে যায়। বরং অর্থ ইহাই যে, হুজুর (দঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহর ফয়েজ গ্রহণকারী যেমন একটি বাতি হতে জ্বালানোর পর দ্বিতীয় বাতি হতে আরও হাজার হাজার বাতি জ্বালানো যায়। অথবা একটি কাচের আয়না সূর্যের সামনে রাখুন, এতে আয়নাটি জ্বলে উঠবে। তারপর ঐ আয়নাটি অন্য আয়নাগুলোর দিকে ফিরিয়ে দিন, যেগুলো অন্ধকারের মধ্যে অবস্থিত। এতে সমস্ত অন্ধকারস্থ আয়নাগুলো জ্বলে উঠবে।

একথা স্পষ্ট যে, প্রথমোক্ত আয়নার মধ্যে সূর্য স্বয়ং এসে যেমন উপস্থিত হয়নি তেমনি সূর্যের অংশ বিশেষ ও ঐ আয়নার মধ্যে রাখা হয়নি। বরং শুধুমাত্র এটাই হয়েছে যে, প্রথম আয়নাগুলো বিনা মাধ্যমে সূর্যের আলোতে আলোকিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট সমস্ত আয়না ঐ আয়না হতে আলো লাভ করেছে। যদি প্রথম আয়নাটি মধ্যস্থলে না হত তাহলে অবশিষ্ট সমস্ত আয়নাগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যেত।

উদাহরণ স্বরূপ এটা বুঝে নেন যা রাব্বুল আলামিন হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন-

وَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ

অর্থাৎ ঃ " আর যখন আমি তাকে ঠিক করলাম এবং তাঁর মধ্যে আমি আমার রুহ ফুকে দিলাম তখন তোমরা সকলেই তাঁর সামনে সিজদায় অবনত হবে।

বিশ্ব নবী (দঃ) নূর হওয়ার প্রমাণ

হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলেন- وَرُوْحٌ مِّنْهُ অর্থাৎ ঃ- তিনি (ঈছা আঃ) তাঁর রূহ! এই কারণে হযরত ঈসা (আঃ) কে "রুহুল্লাহ" বলা হয়। ইহার অর্থ এটা নয় যে, আদম (আঃ) ঈসা (আঃ) উভয়েই আল্লাহর রূহ এর টুকরো বা অংশ বিশেষ আ আল্লাহ তাঁদের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন।

বরং আদমকে কোন পিতা মাতা এবং ঈসাকে স্বয়ং পিতার মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ তাঁদের মধ্যে রূহ দান করেন। অনুরূপ নবী করীম (দঃ) আল্লাহর "নূর" হওয়ার অর্থ এটাই যে, তিনি সৃষ্টি জগতের কোন মাধ্যম ব্যতীত প্রভুর ফয়েজ লাভ করেন।

৬. হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর ব্যক্তিত্ব এক কথা এবং হাকিকতে মোহাম্মাদী (দঃ) আর এক কথা। ব্যক্তি মোহাম্মদ (দঃ) ঐ দেহ মোবারকের নাম যা হযরত আদম (আঃ) এর সন্তান হিসেবে হযরত বিবি আমেনার (রাঃ) বংশোদ্ভুত। যিনি সমস্ত নবীগণের পরে দুনিয়ায় শুভাগমন করেছেন। যিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রকার সম্পর্কে সম্পর্কিত। তিনি আমেনা (রাঃ) এর নয়নমনি হওয়া, হযরত আয়েশা (রাঃ) এর শিরোমনি হওয়া, হযরত ইব্রাহিম, তৈয়ব, তাহের, ফাতেমা এর পিতা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়া ব্যক্তি মোহাম্মদ (দঃ) এর গুনাবলী।

সুফীগণের দৃষ্টিতে হাকীকতে মুহাম্মদী (দঃ) হল জাতে মোতলাকা, অর্থাৎ আল্লাহর স্বত্ত্বার প্রথম অস্তিত্বের নাম। কোন প্রকার দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে এটাই বুঝে নিন যে, (আরবী ব্যাকরণ মতে) 'মাছদার' এর প্রথম অস্তিত্বের নাম হলো 'মাজি মোতলাক' যা 'মাছদার' হতে সৃষ্ট। আবার সমস্ত ছিগা ঐ 'মাজি মোতলাক' হতে নির্গত। সুতরাং মাজি মোতলাক 'মাছদার' এর প্রথম অস্বিত্ব এবং অবশিষ্ট অন্যান্য ছিগাসমূহ পরবর্তীতে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সৃষ্ট। অনুরূপ আল্লাহ তালা সমস্ত তাজাল্লীর কেন্দ্রবিন্দু এবং হুজুর (দঃ) তাঁর প্রথম তাজাল্লী এবং অনান্য সৃষ্ট জগত তাঁরই তাজাল্লীর আলোতে সৃষ্টি।

ব্যক্তি মুহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে পবিত্র কোরানে বর্ণিত হয়েছে-

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

অর্থাৎ ঃ হে নবী (দঃ) আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের মতো বশর। এবং হাকিকতে মোহাম্মদী (দঃ) সম্পর্কে রসুল স্বয়ং বলেন-

كُنْتُ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ

অর্থাৎ ঃ আমি ঐ সময় নবী যখন আদম (আঃ) মাটি এবং পানির মধ্যে নিহিত।

হাকীকতে মোহাম্মাদী যেমনি হযরত আদম (আঃ) এর বংশোদ্ভুত নন, তেমনি বশর কিংবা مِّثْلُكُمْ ও নন। তিনি কারো পিতাও নন আবার কারো সন্তানও নন। বরং সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টির উৎস। প্রকাশ থাকে যে, বশরিয়ত এর সূচনা হযরত আদম (আঃ) হতে আর বিশ্বনবী (দঃ) তখন হতেই নবী, যখন আদম (আঃ) এর সৃষ্টির উপাদানও তৈরী হয়নি। যদি তখন হতে তিনি বশর হতেন তাহলে আদম (আঃ) বশরও হতেন না এবং আবুল বশর (আদি মানব পিতাও) হতেন না।

তখন নবীর সংজ্ঞা এভাবে হতে পারে যে, ঐ মানুষটিই নবী যাকে আল্লাহতায়ালা শরীয়তের আহকাম প্রচার করার জন্য প্রেরণ করেছেন। আর উক্ত সংজ্ঞা হল ব্যক্তি নবীর। হাকীকতে নবীর সংজ্ঞা নয়। হুজুর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(দঃ) ঐ সময় নবী যখন ইনছানিয়াত বা মানবতার কোন নিদর্শনই ছিল না। কারণ এখনও প্রথম মানব তথা মানব জাতির পিতা হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং মানব সৃষ্টির উপাদান এবং স্থানও তৈরী হয়নি। অথচ নবীয়ে করিম (দঃ) এর নবুয়ত স্থান ও কালের অনেক পূর্বেকার তৈরী।

বাদামের খোসাকে যেমনি বাদামের নামানুসারে নামকরণ করা হয় অনুরূপ বাদামের মগজকেও করা হয়। কিন্তু বাদামের মগজের মর্যাদা এবং খোসার মর্যাদা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনুরূপ হাকীকতে মোহাম্মদী (দঃ) ব্যক্তি মোহাম্মদ (দঃ) এর মধ্যে নিহিত নবী করিম (দঃ) "নূর" হওয়া, "বোরহান" হওয়া, আল্লাহর অস্তিত্বের দলিল হওয়া, হাকিকতে মোহাম্মাদী এবং উহার গুণাবলী। এ প্রসংগটি মসনবী শরীফের মধ্যে ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। মৌলভী আশরাফ আলী نَشْرُ الطِّيْبِ এর মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছেন।

তফসীরে রুহুল বয়ানের ৯ম পারার তাফছীরে বলা হয়েছে-

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

এর তফসীরে বলা হয়েছে যে, সমস্ত আত্মা হুজুর করিম (দঃ) এর পবিত্র আত্মা মোবারক হতে সৃষ্ট। তাই হুজুর (দঃ) সমস্ত রূহ বা আত্মা জগতের পিতা। বা "আবুল আরওয়াহ"

৭. হুজুর (দঃ) এর পবিত্র দেহ মোবারক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যভাবে নূরানী ছিল। যা তাঁর সাহাবাগণ এবং স্ত্রীগণ স্ব-স্ব চোখে অবলোকন করেছেন। যেমন "শামায়েলে তিরমিজি" এর মধ্যে হিন্দ ইবনে আবু হালা হতে এক দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخْمًا يَتَلَأْلَأُ وَجْهُهٗ كَتَلَأْلُؤِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

অর্থাৎ ঃ হুজুর (দঃ) অতীব সম্মানের অধীকারী ছিলেন। তাঁর পবিত্র চেহারা মোবারক চৌদ্দ তারিখের পূর্ণ চন্দ্রের মত ঝকঝকে উজ্জল ছিল। হযরত রবী বিনতে মুয়াব্বিজ ইবনে ছাফরা হতে ঈমাম দারমী (রঃ) বর্ণনা করেন।

قَالَتْ يَا بُنَيَّ لَوْ رَأَيْتَهٗ رَأَيْتَ الشَّمْسَ طَالِعَةً

অর্থাৎ ঃ হে বৎস! যদি তুমি তাঁকে দেখতে (তাহলে তোমার মনে হত যেন) তুমি উদিত সূর্যই দেখছ।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হতে ইমাম দারমী বর্ণনা করেন।-

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ اِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّوْرِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ

অর্থাৎ ঃ নবী করিম (দঃ) এর সম্মুখস্থ দাঁত মোবারকের মধ্যমস্থলে ফাঁক ছিল। যখন তিনি কথা বলতেন, তাঁর দাঁত মোবারক হতে আলোক ছটা বের হতো। কোন কোন হাদিসে রয়েছে যে, ঐ আলো দ্বারা রাত্রে হারানো সূচ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যেত।

كُنْتُ اُخِيْطُ فِى السَّحَرِ فَسَقَطَتْ مِنِّى الْاِبْرَةُ فَلَمْ اَقْدِرْ عَلَيْهَا فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَيَّنَتِ الْاِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُوْرِ وَجْهِهٖ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আবু হুরায়রা (রহঃ) হতে তিরমিজী, আহমদ, বায়হাকী, ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন আমি একদা শেষ রাত্রে কাপড় সেলাই করতে ছিলাম এমতাবস্থায় আমার হাত থেকে শুইটি পড়েগেলে আমি উহা পাইতে সক্ষম হইনি ইতি মধ্যে রাছুল (সঃ) আমার কক্ষে প্রবেশ করলে তাঁর চেহারার নূরের ঝলক দ্বারা হারানো শুঁইটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অপর হাদিসে রয়েছে-

كَانَ الشَّمْسَ تَجْرِىْ فِىْ وَجْهِهٖ (صلم)

অর্থাৎ ঃ তাঁর চেহরায় মোবারকে যেন সূর্য ঝলমল করছে।

শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) "মাদারেজুন নবুয়ত" এর ১ম খণ্ডে ১১০ পৃষ্ঠায় লিখেন-

وَنَمِىْ اُفْتَادَانِ حَضْرَاتْ رَاسَايَهٗ بَرْزَمِيْنِ

অর্থাৎ ঃ হুজুর (দঃ) এর ছায়া জমিনের মধ্যে পড়ত না।

উল্লেখিত বর্ণনা সমূহ হতে বুঝা যায় যে, হুজুর এর দেহ মোবারকের নূরানীয়াত প্রসিদ্ধ সাহাবায়ে কেরামগণের নিকট অনুভূত হত।

হুজুর (দঃ) এর চেহারা মোবারকে এই কারণেই তাঁরা চন্দ্র, সূর্যের সাথে তুলনা করে আলোচনা করতেন। অনুরূপ তাঁর দেহ মোবারকে ছায়া না থাকা, দেহ মোবারক হতে এমন সুবাস বিচ্ছুরিত হওয়া যা ফুলের সুবাসকেও হার মানায় ইত্যাদি নূরানী হওয়ার কারণেই।

মেরাজ রজনীতে দেহ মোবারক আগুণের পাশ দিয়ে গমন সত্বেও তাতে প্রতিক্রিয়া না হওয়া, আসমানসমূহের ভ্রমণ করা, বায়ুবিহীন স্থানে জীবিত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

থাকা হুজুর (দঃ) "নূর" হওয়ার কারণেই এবং তা ইন্দ্রিয় গাহ্য ও বিবেকগ্রাহ্য উভয়ভাবেই। অনুরূপ বক্ষ মোবারক বিদারনের সময় ফেরেস্তারা কলব মোবারক বের করে ধৌত করা এবং তথাপি জীবিত থাকা একারণেই যে, হুজুর যেহেতু "নূর"। নতুবা কলবের সামান্যতম আঘাত ও মৃত্যুর কারণ হয়। অদ্যাবধি অনেক আউলিয়ায়ে কেরামগণ হুজুর (দঃ) এর "নূর" মোবারকে স্বীয় কপালের চোখে অবলোকন করেন। যার বহু প্রমাণ বিদ্যামান। বর্ণিত নিয়মাবলী যদি সম্মুখে রাখা হয় অনেক উপকার হবে এবং মূল বিষয়টি বুঝে উঠা সহজ সাধ্য হবে। ইদানিং বিরোধী পক্ষরা একথা বলে বেড়ায় যে, আল্লাহ "নূর"। আর নবী যদি নূর হন তাহলে তিনিও আল্লাহ হয়ে যাবেন। (নাউজুবিল্লাহ্)

কখনো কখনো বলে থাকে যে, খ্রীষ্টানরা ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র মানত, আর তোমরা নবীকে আল্লাহর "নূর" মানো। পুত্র এবং নূর মানা একই কথা।

আবার কখনো বলে যে, তিনি যদি নূর হন তাহলে তাঁর সমস্ত বংশধরও নূর হওয়া চাই। কোন ছৈয়দই মানুষ না হওয়া চাই।

যদি বর্ণিত নিয়ম কানুন সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় তাহলে ইত্যাকার সমস্ত প্রশ্ন দূরীভূত হয়ে যাবে।

অত্র পুস্তিকাটিকে দুইটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হবে। প্রথম অধ্যায় নবীয়ে করীম (দঃ) নূর হওয়া এবং দ্বিতীয় অধ্যায় তাঁর ছায়া বিহীন হওয়া।

হুজুর (দঃ) "নূর" হবার প্রমাণ

এতে ২টি পরিচ্ছেদ রয়েছে, ১ম পরিচ্ছেদ "নূর" হওয়া সম্পর্কিত

www.AmarIslam.com

প্রামাণাদি এবং ২য় পরিচ্ছেদ এ বিষয়ে উথাপিত প্রশ্ন এবং উত্তরাদি সম্বলিত।

১ম পরিচ্ছেদ ঃ-

বিশ্বনবী (দঃ) আল্লাহর নূর এবং সমগ্র সৃষ্টি জগত তাঁরই নূর হতে সৃষ্টি। এর স্বপক্ষে কোরানের আয়াত, হাদীস শরীফ, ওলামায়ে কেরামগণের উক্তি, স্বয়ং ওহাবী, দেওবন্দীদের বক্তব্য ও সাক্ষী রয়েছে।

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ

অর্থাৎ ঃ "নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে নূর এবং প্রকাশ্য কিতাব এসেছে।"

مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ كَالزُّجَا
جَةٍ وَّالزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ

অর্থাৎ ঃ তাঁর (আল্লাহর) নূর এর দৃষ্টান্ত এ ধরনের যে, এটা যেন একটি আলোকদান যার মধ্যে বাতি রয়েছে, ঐ বাতি একটি ফানুসের মধ্যে রয়েছে, যেন এ একটি উজ্জল জ্বলন্ত তারকা।

দররুল মুনাজ্জামে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত

فَجَعَلَ جَبِيْنُهٗ يَعْرِقُ وَجَعَلَ عِرْقُهٗ يَتَوَلَّدُ نُوْرًا

হুজুর (দঃ) এর কপাল মুবারকে ঘাম হতো এবং ঐ ঘাম মুবারক নূরে পরিণত হতো।

প্রথম আয়াতে "নূর" দ্বারা বিশ্বনবী (দঃ) কে বুঝানো হয়েছে। আলো ব্যতীত যেমনিভাবে কোন কিতাব অধ্যায়ন অসম্ভব তেমনি বিশ্বনবী (দঃ)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এর নূরানী প্রেম ব্যতীত কোরান শরীফ বুঝা ও সম্ভব নয়। তিনি আল্লাহর নূর, যা কেউ নিভাতে পারবেনা, যেমনিভাবে চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদিকে নিভাতে পারে না। তাঁর নূরকে কেউ কোন প্রকার অনুমান করতে পারবে না। যেমনিভাবে সমুদ্রের পানি এবং বায়ুকে পারেনা। দ্বিতীয় আয়াতেও আল্লাহর "নূর" দ্বারা হুজুর (দঃ) কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালার কোনরূপ দৃষ্টান্ত হতে পারেনা। যেমন আল্লাহ স্বয়ং বলেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْئٌ

অর্থাৎ ঃ তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই। নবী (সঃ) নূর হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ এরশাদ করেন-

يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا
وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

অর্থাৎ ঃ হে নবী! আমি আপনাকে "স্বাক্ষী" "সুসংবাদদাতা" ভীতি প্রদর্শণকারী" "আল্লাহর হুকুমে তাঁর দিকে আহবানকারী" এবং 'জলন্ত প্রদ্বীপ" করে পাঠিয়েছি। পবিত্র কোরানে অন্যত্র সূর্যকে "সিরাজাম মুনীরা" বলা হয়েছে, কারণ সূর্য নিজেও আলোকিত অন্যকেও আলোকিত করে। চন্দ্র, তারকা সবগুলো সূর্যের মাধ্যমে আলোকিত হয়েছে। অনুরূপ বিশ্বনবী (দঃ)কে "সিরাজাম মুনীরা" বলা হয়েছে। যেহেতু তিনি নিজেও আলোকিত এবং সাহাবায়ে কেরাম আউলিয়ায়ে এজামগণকেও আলোকিত করেছেন। তাঁরা সকলেই বিশ্বনবী (দঃ) এর দ্বারা আলোকিত হয়েছেন। কাফেরগণ যদিও নবী (সঃ)-এর নূরকে মৌখিক ফুৎকার দিয়ে বা লিখনীর মাধ্যমে নিভিয়ে দিতে চায় তাহা কখনো সম্ভব নয় যেমন আল্লাহ বলেন-

www.AmarIslam.com

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ
نُوْرِهٖ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

অর্থাৎ ঃ তারা (কাফের সম্প্রদায়) আল্লাহর নূর (অর্থাৎ বিশ্বনবী) কে তাদের মুখ দ্বারা নিভেয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ স্বয়ং তাঁর নূরকে পরিপূর্ণকারী, যদিও কাফেররা অপছন্দ করে।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اَنْ
يُّتِمَّ نُوْرَهٗ

অর্থাৎ ঃ তারা (কাফেররা) আল্লাহর নূরকে তাদের মুখের ফুঁক দ্বারা নিভিয়ে দিতে চায়। আর আল্লাহ তা মানেন না বরং তিনি তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করেন। শেষোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহর নূর দ্বারা হুজুর (দঃ) কে বুঝানো হয়েছে। কাফেররা চেয়েছিলো হুজুর (দঃ) কে নিঃশেষ করে দিতে, কিন্তু মহান আল্লাহ বিশ্বনবী (দঃ) এবং সমস্ত কার্যাবলীকে পূর্ণতা দান করেছেন। তাফসীরে খাজেনের মধ্যে ঈমাম আলাউদ্দিন আলী বিন মাহমুদুল খাজেন বলেন-

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ يَعْنِىْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمْ اِنَّمَا سَمَّاهُ نُوْرًا لِاَنَّهٗ يُهْتَدٰى بِهٖ كَمَا يُهْتَدٰى
بِالنُّوْرِ فِى الظَّلَامِ

অর্থ - অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নূর অর্থাৎ মুহাম্মদ (দঃ) এসেছেন। যার নাম রাখা হয়েছে কোরানে নূর। কেননা তাঁর মাধ্যমে মানুষ হেদায়েতের নূর পায়। যেমনিভাবে মানুষ আলোর মাধ্যমে অন্ধকারে পথ পায়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) স্বীয় কিতাব "মুওজুয়াতে কবির" এ বলেন-বর্ণিত আয়াত সমূহে আল্লাহর নূর অর্থ-হুজুর (দঃ) এর কলব মোবারকের নূর।

বর্ণিত আয়াতসমূহ সম্পর্কে মুফাচ্ছেরিন কেরামগণের অভিমত

(১) বর্ণিত আয়াতসমূহের প্রথমটি সম্পর্কে তফসীরে জালালাঈন শরীফে বলা হয়েছে।

هُوَ نُوْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ ঃ উক্ত আয়াতে "নূর" দ্বারা মোহাম্মদ (দঃ) এর নূরকে বুঝানো হয়েছে।

(২) তফসীরে "সাবীর" এর মধ্যে রয়েছে-

قَوْلُهُ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىْ سَمَّى اللهُ نُوْرًا لِاَنَّهُ يُنَوِّرُ الْبَصَائِرَ وَيَهْدِيْهَا الرَّشَادَ وَلِاَنَّهُ اَصْلُ كُلِّ حِسِّيٍّ وَمَعْنَوِىٍّ

অর্থাৎ ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা হুজুর (দঃ)কে এ কারণেই নূর বলেছেন যে তিনি দৃষ্টিশক্তিগুলোকে আলোকিত করেন আর তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উভয় প্রকার নূরের মূল।

(৩) উক্ত প্রথম আয়াত সম্পর্কে তফসীরে খাজেনের মধ্যে রয়েছে।

قَدْ جَاۤئَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ يَعْنِىْ نُوْرُ مُحَمَّدٍ صلعم اِنَّمَا سَمَّاهُ اللهُ نُوْرًا لِاَنَّهُ يُهْتَدٰى بِهٖ كَمَا يُهْتَدٰى فِى الظَّلَامِ بِالنُّوْرِ

অর্থাৎ ঃ নূর অর্থ হযরত মোহাম্মাদ (দঃ) তাঁকে আল্লাহ "নূর" করে নামকরণ এ জন্যেই করেছেন যে, তাঁর নিকট থেকে হেদায়েত গ্রহণ করা হয়। যেভাবে অন্ধকারের মধ্যে আলোর দ্বারা পথের দিশা গ্রহণ করা যায়।

(৪) তফসীরে "বয়জাবী" এর মধ্যে রয়েছে-

قَدْ يُرِيْدُ بِالنُّوْرِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ ঃ কোন মুফাচ্ছিরের একটি উক্তি এটাও রয়েছে যে, "নূর" এর অর্থ হযরত মোহাম্মদ (দঃ)

(৫) তফসীরে "মাদারেক" এর মধ্যে রয়েছে-

اَرَادَ بِالنُّوْرِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَنَّهُ يُهْدٰى بِهٖ كَمَا سَمَّاهُ سِرَاجًا

অর্থাৎ ঃ "নূর" দ্বারা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তাঁর নিকট থেকে হেদায়ত লাভ করা যায়। যেমনিভাবে তাঁকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে– প্রদ্বীপ নামকরণ করা হয়েছে।

(৬) তফসীরে "ইবনে আব্বাছ তনবীরুল মিকয়াছ" এ বর্ণিত-

قَدْ جَاۤئَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ رَسُوْلُ اللهِ يَعْنِىْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ ঃ তোমাদের নিকট আল্লাহর নূর অর্থাৎ মোহাম্মাদ (দঃ) এসেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৭) তফসীরে "রূহুল বয়ানে" -

وقيل المراد بالاول هو الرسول وبالثانى القران

অর্থাৎ ঃ বলা হয়েছে যে, প্রথমটি (অর্থাৎ নূর) দ্বারা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ (কিতাবে মুবীন) দ্বারা কোরানকে বুঝানো হয়েছে।

(৮) ৩য় আয়াতের "ছিরাজাম মুনীরা" সম্পর্কে তফসীরে "রুহুল বয়ানে রয়েছে-

هو الذى جعل الله نورا فارسله الى الخلق

অর্থাৎঃ তিনি ঐ স্বত্বা যাঁকে আল্লাহ নূর বানিয়েছেন। অতঃপর তাঁকে সৃষ্টি জগতের নিকট পাঠিয়েছেন।

(৯) তফসীরে "বায়জাবীতে ও উক্ত আয়াতাংশ সম্পর্কে কলা হয়েছে-

ويقتبس من نوره صلى الله عليه وسلم انوار البصائر

অর্থাৎঃ হুজুর (দঃ) এর নূর হতে সকল দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন জাতি আলো সংগ্রহকরে থাকে।

অনুরূপ সমার্থক বক্তব্য "তফসীরে খাজেন"সহ অন্যান্য গন্থে রয়েছে।

(১০) তফসীরে "খাজেন" ও দ্বিতীয় আয়াতের مثل نوره অংশের ব্যাখা প্রসংগে বলা হয়েছে-

وقيل قد اتى هذا التمثيل لنور محمد صلى الله

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিশ্ব নবী (দঃ) নূর হওয়ার প্রমাণ

عليه وسلم قال ابن عباس لكعب الاحبار اخبرنى عن قوله تعالى مثل نوره كمشكوة فيها مصباح قال كعب هذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه - فالمشكوة صدره والزجاجة قلبه والمصباح فيه النبوة توقد من شجرة مباركة هى شجرة النبوة يكاد نور محمد صلى الله عليه وسلم وامره يتبين للناس ولو لم يتكلم

অর্থাৎঃ বলা হয়েছে যে, অত্র আয়াতে হুজুর (দঃ) এর নূরের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রহঃ) হযরত কাব আহবারকে অত্র আয়াতের مثل نوره সম্পর্কে প্রশ্ন করলে কা'ব আহবার বলেন- আল্লাহ তা'য়ালা এই উদাহরণ দ্বারা তাঁর নবীর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং মিশকাত হলো নবীর বক্ষ মোবারক. জুজাজাহ বা ফানুস দ্বারা তাঁর অন্তর মোবারক, যার মধ্যে প্রদ্বীপ হল নবুয়তের, গাছ। অর্থাৎ সহসা নূরে মোহাম্মাদী (দঃ) চমকে উঠবে এবং মানুষের নিকট প্রতিভাত হয়ে যাবে যদিও তিনি মানুষের সাথে কথাবার্তা ও না বলে থাকেন।

(১১) তফসীরে রুহুল বয়ানে لقد جاءكم رسول এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রয়েছে যে, একবার হুজুর (দঃ) জিব্রাঈল (আঃ) কে প্রশ্ন করলেন যে, তোমার বয়স কত? বললো আমি জানিনা। তবে একটুকু জানি যে, চতুর্থ আসমানে একটি তারকা সত্তর হাজার বৎসর অন্তর উদিত হতো। এটাকে আমি বাহাত্তর হাজার বার উদিত হতে দেখেছি। হুজুর (দঃ) বললেন হে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জিব্রাঈল! আল্লাহর শপথ আমিই সেই তারকা। আল্লাহ মহানবীর নূর মোবারককে হযরত আদম (আঃ) এর পৃষ্ঠ দেশে আমানত রেখেছিলেন।

তফসীরে রুহুল বয়ানে এ বক্তব্য দ্বারা বুঝা গেল যে, নূরে মুহাম্মদী (সঃ), জিব্রাইর (আঃ) এর নূর এর সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন আসমান, জমিন, চন্দ্র সূর্য কিছুই ছিল না।

হাদিস পাক

রসুলে করিম (দঃ) আল্লাহর নূর হওয়া সম্পর্কিত অসংখ্য হাদিস বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে পেশ করা হলো।

(১) হযরত আব্দুর রাজ্জাক স্বীয় "মছনদে" হযরত জাবের (রহঃ) হতে বর্ণনা করের যে, আমি (জাবের) রসুলে পাক (দঃ) এর নিকট আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসুল (দঃ) আমার পিতা-মাতা আপনার পদ যুগলে উৎসর্গ হোক সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'য়ালা কোন বস্তু সৃষ্টি করেছেন? তিনি বলেন-হে জাবের! আল্লাহ তা'য়ালা সর্ব প্রথম স্বীয় নূর হতে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ নূর আল্লাহর অনুমতিতে যেখানে যেখানে যাওয়ার ছিল সর্বত্র ভ্রমন করতে থাকে। তখন লওহ ছিল না, কলম ছিল না, চন্দ্র ছিল না, সূর্য ছিল না, জ্বিন ছিল না, ইনছান ছিল না। তারপর আল্লাহ যখন অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি করতে চান তখন ঐ নূরকে (নূরে মোহাম্মাদী) চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক অংশ হতে কলম, দ্বিতীয় অংশে লওহে মাহফুজ, ৩য় অংশ হতে আরশ সৃষ্টি করেছেন।

অত্র হাদীসে অতীব দীর্ঘ। হাদিসটি ইমাম বায়হাকী স্বীয়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"দালায়েলুন্নবুয়াত" নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন এবং প্রখ্যাত ইমামগণ হাদিছটির সনদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস জ্ঞান করেছেন যথা ইমাম ইবনে হাজার আছকালানী স্বীয় মাওয়াহেবে, ইমাম ইবনে হাজার মক্কী "আফজালুল কুরাতে" আল্লামা কাছী "মাতাবেউল মুছাররাতে" আল্লামা জুরকাণী "শরহে মওয়াহেবের" এবং আল্লামা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবী "মাদারেজুন নবুওয়াত" এ বর্ণনা করেছেন।

(২) আহমদ, বায়হাকী এবং হাকেম বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা হযরত এরবাজ বিন ছারিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন আমি যখন আল্লাহর নিকট সর্বশেষ নবী হিসেবে ছিলাম তখনও আদম (আঃ) স্বীয় খামীরে নিহিত ছিলেন। (মিশকাত)

(৩) তিরমিজী শরীফে ইমাম আহমদ ও হাকেম হতে, ইমাম বোখারী (রহঃ) স্বীয় তারিখ এর মধ্যে আল্লামা আবু নঈম 'হুলিয়া' এর মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেনঃ- এবং হাকেম তাকে ছহীহ বলেছেন যে, একবার সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন যে, হে আল্লাহর রসুল (দঃ) আপনার জন্য নবুয়াত কখন হতে নির্ধারিত হয়েছে? তিনি বললেন, যখন আদম (আঃ) রূহ এবং দেহের মধ্যে বিরাজ করছিলেন।

(৪) আহকাম ইবনে কাহতান ইমাম জয়নুল আবেদীন হতে, তিনি স্বয়ং পিতা হযরত আলী ইবনে আবি তালেব হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করিম (দঃ) বলেছেন, আমি আদম (আঃ) এর সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহর নিকট একটি নূরছিলাম।

(৫) আবু সুহাইল কাহতান স্বীয় গ্রন্থে আমালীতে ছাহল ইবনে হামদানী হতে বর্ণনা করেন যে, আমি আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে আলী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(অর্থাৎ)হযরত ইমাম বাকের (রঃ) কে প্রশ্ন করলাম যে, বিশ্বনবী (দঃ) তো সর্বশেষে প্রেরিত হয়েছেন, তথাপি সর্বপ্রথম কিভাবে হলেন ? উত্তরে ইমাম বাকের (রঃ) বললেন- আল্লাহ তা'য়ালা যখন আদম সন্তানদেরকে আদম (আঃ) এর পৃষ্ঠদেশ হতে বের করে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের দিন একত্রিত করেছেন, ঐদিন (আল্লাহর রবুবিয়াতের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করে) সর্বপ্রথম হ্যাঁ শব্দ উচ্চারণ করেছেন বিশ্বনবী (দঃ)।

(৬) হযরত আব্বাছ (রাঃ) নবীর দরবারে আরজ করলেন আমাকে কিছু না'ত শরীফ পরিবেশন করার অনুমতি প্রদান করুন। প্রিয় নবী (দঃ) বলেন- পড়। তখন তিনি একটি না'ত শরীফ পাঠ করলেন। তন্মধ্যে দুইটি লাইন হলো-

وَاَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُوْرِكَ الْاُفُقُ
فَنَحْنُ بِذَالِكَ الضِّيَاءِ وَفِى النُّوْرِ سُبُلِ الرَّشَادِ

অর্থাৎঃ হে নবী (দঃ) আপনি যখন জন্ম গ্রহণ করেছেন তখন আপনার নূরের আলোকে জমিন আলোকিত হয়েছে এবং আকাশ আপনার নূর দ্বারা চমকে উঠেছে। অতঃপর আমরা ঐ নূর এবং আলোতেই রয়েছি আর ঐ আলোতে হেদায়েতের পথে চলছি।

উক্ত বর্ণনাসমূহকে মৌলভী আশরাফ আলী থানভী স্বীয় পুস্তক "নশরুত্তিব" এর মধ্যে দীর্ঘ ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করেছেন। "মাওয়াহেবে লুদুনিয়া" এর মধ্যে রেওয়ায়েত গুলো বর্ণনা করেছেন।

(৭)"মাওয়াহেবে লুদুনিয়া" ১ম খণ্ডের ৫ম পৃষ্ঠায় রয়েছে ইমাম আবু ছায়ীদ নিশাপুরী কা'ব আহবার হতে বর্ণনা করেন, সে নূরে মোহাম্মাদী

www.AmarIslam.com

যখন হযরত আবদুল মোতালিব লাভ করলেন তখন তাঁর দেহ হতে মেশকের সুগন্ধি বের হত এবং নূরে মোহাম্মাদী তাঁরকপালে চমকে উঠত। হযরত আবদুল মোতালিব দোয়া গ্রহণীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মক্কাবাসী তাঁকে সামনে রেখে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন এবং তৎক্ষনাৎ বৃষ্টি এসে যেত। এ কারণেই আবরাহার হাতীগুলো আবদুল মোতালিবকে সিজদা করল।

(৮) আবু নঈম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেন-বিশ্বনবী (দঃ) ভূমিষ্ট হবার রাত্রে হযরত আমেনা (রাঃ)-এর ঘর বেহেশতের হুর দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। হযরত আছিয়া এবং মরিয়ম ও এসেছিলেন এবং ভূমিষ্ট হবার রজনীতে হযরত আমেনা এমন নূরে মোহাম্মাদী দেখেছেন যে, পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম আলোকিত হয়ে গেছে। এরপর হুজুর (দঃ) এ পৃথিবীতে তশরীফ আনেন এবং ভুমিষ্ট হতেই সিজদাবনত হন। (মাওয়াহেবে লুদুনিয়া ২১ পৃষ্ঠা)

সুতরাং হুজুর (দঃ) নূর হওয়ার বহু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এখানে নমুনা স্বরুপ কিছু পেশ করা হলো মাত্র। আর কিছু হাদিস ভূমিকায়ও উল্লেখিত হয়েছে।

বিশ্বনবী (দঃ) "নূর হওয়া"র বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের অভিমতঃ-

মুসলিম মিল্লাতের সর্বকালে দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিশ্বনবী (দঃ) আল্লাহর নূর। এতে কারো কোন প্রকার মত দ্বৈততা হয়নি। এ সম্পের্কে ওলামায়ে দ্বীনগণের মতামত নিম্নে তুলে ধরা হল।

(১) হযরত আব্বাছ (রাঃ) এর কবিতাগুলো আমি হাদিসের বর্ণনায় উল্লেখ করেছি। যেখানে তিনি নবী করিম (দঃ)কে 'নূর' বলে আখ্যায়িত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করেছেন, সর্বোপুরি কবিতাগুলো তিনি দরবারে রেছালতের মধ্যে আবৃতি করেছেন। অথচ বিশ্ব নবী (সঃ) কোন প্রকার প্রতিবাদ বা বিরোধীতা করেননি।

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এর উক্তি আমি ভুমিকায় পেশ করেছি। যেখানে তিনি বলেছেন যে, বিশ্ব নবী (দঃ) এর চেহরা মোবারক সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বলতা ছিল।

(৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) এর উক্তি ও মুখবন্ধে উপস্থাপন করেছি। যাতে রয়েছে যে প্রিয়নবী (দঃ) এর দাঁত মোবারক হতে জ্যোতি নির্গত হতো বলে অনুমিত।

(৪) হযরত হিন্দ ইবনে আবু হালা এর অভিমত ও সূচনায় দেয়া হয়েছে। রসুলে করিম (দঃ) এর চেহরা মুবারক এতই আলোকিত ছিল যে, মনে হত যেন চৌদ্দতম রজনীর পূর্ণচন্দ্র।

(৫) হযরত রবী বিনতে মুয়াবিজ (রাঃ) এর বক্তব্য ও প্রারম্ভিকায় উল্লেখ হয়েছে। তিনি বলেন- তোমরা যদি তাঁকে দেখতে, তাহলে মনে করতে যেন উদিয়মান সূর্য্য দেখছ।

(৬) হযরত শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) "মাদারেজুন্নবুয়াত" এর ৫ম খণ্ডের ১১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন বিশ্ব নবী (দঃ) এর আপাদমস্তক নূর ছিল। সুতরাং নূরের তো ছায়া হয় না।

(৭) মোল্লা আলী কারী "মওজুয়াতে কবির" এর ৮৬ পৃষ্ঠায় বলেন-

وَاَمَّا نُوْرُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهُوَ فِىْ غَايَةٍ مِنَ الظُّهُوْرِ شَرْقًا وَّغَرْبًا وَّاَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرُهٗ وَسَمَّاهُ فِىْ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

كِتَابِهٖ نُوْرًا

অর্থাৎ-অতঃপর নবী করিম (দঃ) এর নূর পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিমের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে আলোকিত করে। এবং প্রথম ঐ বস্তু হতে আল্লাহ পাক যাঁর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। আর একে তাঁর কিতাবের মধ্যে নূর করে নাম করণ করেছেন।

(৮) মোল্লা আলী কারী (রঃ) একই কিতাবে "মওজুয়াতের" একই স্থানেই বলেন- اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَلٰى مِثْلِ نُوْرِهٖ قَلْبُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'য়ালা বলেন আল্লাহর আসমান এবং জমিনের নূর। আল্লাহর এই নূরের উদাহরণ হল এই যে, আল্লাহ নূর প্রিয় নবীর অন্তঃকরণ।

(৯) ইমাম বোছরী (রহঃ) "কছিদায়ে বোরদার" মধ্যে বলেন।

فَاِنَّتَ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِى الظُّلَمِ

অর্থাৎ- হে নবী! আপনি মর্যাদার সূর্য আর তাঁরা (নবীগণ) তাঁর তারকা, তাঁর নূর অন্ধকারে মানুষের জন্য আলো ছড়ায়।

(১০) ইমাম জালালুদ্দীন রুমী (রহঃ) "মসনবী" শরীফের মধ্যে বলেন "আল্লাহর" নূরের ছায়াও নূর হয়ে থাকে। তিনি যদি আল্লাহ থেকে দূরে থাকেন তার ছায়াও দূরে থাকে। আমরা যা খাই তা থেকে ময়লা নির্গত হয়, আর হুজুর (দঃ) যা খান তা আল্লাহর নূর হয়ে যায়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

(১১) ইমাম আহমদ ইবনে মোহাম্মাদ আছকালানী (রঃ) "মওয়াহেবে লুদুনিয়া" শরীফের ১ম খণ্ডের ৯ম পৃষ্ঠায় বলেন-

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اٰدَمُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهٗ فَرَأٰى نُوْرَ مُحَمَّدٍ صَلْعَمْ فِىْ سُرَادِقِ الْعَرْشِ فَقَالَ يَارَبِّ مَا هٰذَا النُّوْرُ قَالَ هٰذَا نُوْرُ نَبِىٍّ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ اِسْمُهٗ فِى السَّمَاءِ اَحْمَدُ وَفِى الْاَرْضِ مُحَمَّدٌ لَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ وَلَا خَلَقْتُ سَمَاءً وَلَا اَرْضًا-

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'য়ালা বলেন যে, হে আদম! তোমার মাথা উঠাও, তিনি তাঁর মাথা উঠালে আরশের চৌকটের উপর নূরে মোহাম্মাদী (দঃ) দেখেন। তখন বললেন-হে প্রভু এটা কিসের নূর? আল্লাহ বলেন- তোমার বংশধর হতে একজন নবীর নূর। (যিনি) আসমানে আহমদ এবং জমিনে মোহাম্মদ। তিনি যদি না হতেন আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না এবং আসমান জমিন কিছুই সৃষ্টি করতাম না।

(১২) একই "মাওয়াহেবে" ৮ম পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে-

اِنَّ اللّٰهَ لَمَّا خَلَقَ نُوْرَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلْعَمْ اَمَرَهٗ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى اَنْوَارِ الْاَنْبِيَاءِ فَغَشّٰهُمْ مِنْ نُوْرِهٖ فَاَنْطَقَهُمُ اللّٰهُ بِهٖ فَقَالُوْا يَارَبَّنَا مَنْ غَشِيَنَا نُوْرُهٗ فَقَالَ اللّٰهُ هٰذَا نُوْرُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اِنْ اٰمَنْتُمْ بِهٖ جَعَلْتُمْ اَنْبِيَاءَ

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'য়ালা যখন বিশ্বনবী (দঃ) নূরকে সৃষ্টি করে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন অন্যান্য নবীর নূরের দিকে তাকান, অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর (সঃ) নূর দ্বারা সকল নবীর নূরকে ঢেকে দিলেন এবং ঐ নূর গুলোকে আল্লাহপাক বাক শক্তি প্রদান করলে তাঁরা বলে উঠেন হে আমাদের প্রতিপালক! এটা কার নূর যা আমাদের নূরকে ঢেকে দিল? আল্লাহ বলেন- এটা আব্দুল্লাহর পুত্র মোহাম্মাদ (দঃ) এর নূর। যদি তোমরা তাঁর উপর ঈমান আন, তাহলে আমি তোমাদেরকে নবী বানাবো।

(১৩) আল্লামা জুরকানী (রহঃ) হযরত জাবের কর্তৃক (নূর সম্পর্কিত) নূর হতে বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে বলেন-

مِنْ نُوْرِهٖ اَىْ مِنْ نُوْرٍ هُوَ ذَاتُهٗ

অর্থাৎ-আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে স্বীয় জাতিগত নূর হতে সৃষ্টি করেছেন।

(১৪) ইমাম আহমদ কছতুলানী (রহঃ) "মওয়াহেবে লুদুনিয়ার" মধ্যে বলেন-

لَمَّا تَعَلَّقَتْ اِرَادَةُ الْحَقِّ بِاِيْجَادِ خَلْقِهٖ اَبْرَزَ الْحَقِيْقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ مِنْ اَنْوَارِ الصَّمَدِيَّةِ فِى الْحَضَرَاتِ الْاَحَدِيَّةِ ثُمَّ سَلَخَ مِنْهَا الْعَوَالِمَ كُلَّهَا عُلْوَهَا وَسُفْلَهَا

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'য়ালা যখন জগত সৃষ্টিকরতে চাইলেন তখন আল্লাহর নূর হতে হাকিকতে মোহাম্মাদীকে প্রকাশ করলেন এবং তা থেকে ছোট বড় সর্বপ্রকার সৃষ্টি জগতকে অস্তিত্বে এনেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১৫) মুতালেউল মেরাত শরহে দালায়েলুল খায়রাত' নামক কিতাবে রয়েছে-

قال الاشعارى انه تعالى نور ليس كالانوار وروح النبوية القدسية لمعة من نوره – والملائكة اشرار تلك الانوار – وقال صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله نورى ومن نورى خلق كل شيء – وغيره كما فى معناه

অর্থাৎ-আবুল হাছান আশআরী (রহঃ) বলেন আল্লাহ তা'য়ালা নূর, কিন্তু অন্যান্য নূরের মত নয়এবং নবী করিম (দঃ) এর রূহ মোবারক ঐ নূরের জ্যোতি আর ফেরেস্তারা ঐ নূরের ফুল, বিশ্বনবী (দঃ) বলেন-আল্লাহ তা'য়ালা সর্ব প্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার নূর হতে সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া এর উপর আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

(১৬) আল্লামা শাহ্ আবদুল গণি নাবুলুছি "হাদিকায়ে নদিয়া" শরহে তরীকায়ে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে উল্লেখ করেন-

قد خلق كل شيء من نوره صلعم

দেওবন্দী আলেমদের মতামত

দেওবন্দীদের পেশোয়া মৌলভী আশরাফ আলী থানবী স্বীয় পুস্তক "নশরুত্তীব" এর প্রথম পরিচ্ছদ নূরে মোহাম্মাদী (দঃ) বর্ণনা সম্পর্কে। অত্র পরিচ্ছেদে নূর সম্পর্কিত ঐ হাদিসগুলো পেশ করেছেন যা আমরা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাদিস পূর্বে উল্লেখ করেছি। এ প্রসংগে বলেন- উক্ত হাদিস দ্বারা নূরে মোহাম্মাদী (দঃ) প্রথম সৃষ্ট বস্তু হওয়াই মৌলিকভাবে প্রথম হওয়া প্রমাণিত। কেননা যেসমস্ত বস্তু প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, ঐ বস্তুগুলো যে নূরে মোহাম্মাদীর পরেই সৃষ্টি করা হয়েছে তা অত্র হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এতে উক্ত মৌলভী দুইটি বস্তুকে স্বীকার করেছেন, প্রথমত ঃ হুজুর (দঃ) নূর হওয়া, দ্বিতীয়তঃ হুজুর (দঃ) এর নূর সমস্ত বস্তুর পূর্বে সৃষ্টি হওয়া এবং তা হতে সমস্ত বস্তু সৃষ্টি হওয়া।

মৌলভী আশরাফ আলী স্বীয় "ছলজুচ্ছুদুর" নামক কিতাবে উল্লেখ করেন আমার অদ্বিতীয় আলোকছটার সম্মুখে তুমি উৎসর্গ হয়ে যাও, নয়তো আমার নূরের সম্মুখে তুমি লাঞ্চিত হবে। তিনি একই কিতাবের অন্যত্র বলেন-

অনুবাদ-নবী স্বয়ং নূর এবং কোরান ও নূর, সুতরাং উভয়টি মিলে নূরের উপর নূর হবেনা কেন?

শাহ আবদুর রহিম (অর্থাৎ-শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দেছে দেহলবীর পিতা- স্বীয় কিতাব "আনফাসে রহিমিয়্যাহ" তে বলেন-ফরশ হতে আরশ পর্যন্ত উচ্চ মর্যদা সম্পন্ন এবং নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন সমস্ত ফেরেস্তা হাকিকতে মোহাম্মাদীয়া হতে যদি সৃষ্ট না করতাম, তাহলে আমি আসমান সমূহকে ও সৃষ্টি করতাম না, যদি তিনি না হতেন তাহলে আমি স্বীয় প্রভূত্ব (রবুবিয়াত) প্রকাশ করতাম না।

দেওবন্দী ওহাবীদের ইমাম মৌলভী ইসমাইল দেহলবী স্বীয় কিতাব "মনসবে ইমামত" এ বলেন-হ্যাঁ যে ব্যক্তি অন্ধ হবে সে তো হুজুর (দঃ) এর উজ্জল নূর সম্পর্কে অনবহিত থাকবেই।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি একই কিতাবের অন্যত্র লিখেন ঃ-

কিন্তু বরকত নাজিল হওয়া সম্পর্কে বক্তব্য হলো এই যে, সম্মানিত নবীগণের অস্তিত্ব পৃথিবীতে আলোদানকারী সুর্যের ন্যায়। যখন ঐ সূর্যের আলো দুনিয়ার মধ্যে বিচ্ছুরিত হয় তখন রাতের অন্ধকার দুরীভূত হয়ে যায়।

মৌলভী হোসাইন আহম্মদ স্বীয় দলভুক্ত ওলামাদের এবং নিজের অভিমত স্বীয় কিতাব আশ্‌-শুবহাতুচ্ছাকিব" এর ৫০তম পৃষ্ঠায় এভাবে ব্যক্ত করেন।

আমাদের সম্মানিত মরুব্বীগণের উক্তি ও চিন্তা ধারা শুনুন, তাঁরা সকলেই হুজুর (দঃ) এর পবিত্র স্বত্বাকে সদা সর্বদা এবং সর্বকালের সর্বযুগের জন্য আল্লাহর করুণা লাভের মাধ্যম এবং অশেষ রহমতের আধার হিসাবে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে আছেন। তাদের বিশ্বাস হল এই যে, আদি হতে যে সমস্ত দয়া এবং করুণা সৃষ্টি জগতের উপর বর্ষিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে তা জাগতিক হোক কিংবা অন্য কোন প্রকারের হোক সবগুলোর মধ্যে এই স্বত্বার অবদান রয়েছে যে, যেমনিভাবে সূর্য হতে প্রথমে চন্দ্র আলো লাভ করেছে এবং ঐ চন্দ্র হতে অগণিত নক্ষত্রসমূহ। মোট কথা বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর সমস্ত পূর্ণতারমাধ্যম হলেন হাকিকতে মোহাম্মাদী, এর কারণেই আল্লাহ হাদীসে কুদছীতে বলেনঃ-

لولاك لما خلقت الافلاك

এবং নবীর বাণী انا نبى الانبياء

দেওবন্দীদের অন্যতম পেশোয়া মৌলভীরশিদ আহমদ গাঙ্গুহী স্বীয় কিতাব "এমদাদুচ্ছুলুক" এর ৮৫তম পৃষ্ঠায় বলেন-

এ কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় হাবিব (দঃ) সম্পর্কে বলেন যে, তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং স্পষ্ট কিতাব এসেছে। নূর এর অর্থ আল্লাহর প্রিয় হাবিব এর পবিত্র স্বত্বা, আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন যে, হে নবী, আমি আপনাকে সাক্ষী, সু-সংবাদাতা, ভয় প্রদর্শনকারী, আল্লাহর পথে আহবানকারী, জলন্ত সূর্য হিসেবে প্রেরণ করেছি। মুনীর বলা হয় উজ্জলকারী এবং আলো দাতাকে।

বর্ণিত বক্তব্যের মৌলভী রশিদ আহমদ তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেণ- (ক) হুজুর (দঃ) আল্লাহর নূর (খ) قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين এর মধ্যে নূরের অর্থ বিশ্বনবী (দঃ) ও (গ) হুজুর (দঃ) শুধু নূরই নন বরং মুনীর (অর্থাৎ আলোদানকারী) ও বটে। যেহেতু তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে আলোকিত করেন। প্রিয়নবী (দঃ) এমন একটি সূর্য যা রাত্রে চন্দ্রকে আলোকিত করে এবং দিনে বালুকণা গুলোকে চমকে দেয়। এখন কোন দেওবন্দীর উপরোক্ত বিষয়ত্রয়কে অস্বীকার করার জো নেই।

মৌলভী রশিদ আহমদ নিজ কিতাব "এমদাদুচ্ছুলুক" এর ৮৬ পৃষ্ঠায় বলেন- নবী করিম (দঃ) আদম (আঃ) এর সন্তান কিন্তু তিনি নিজেকে এতই পবিত্র করেছেন যে, তিনি অকৃত্রিম নূর হয়ে গেছেন এবং আল্লাহ তাঁকে নূর বলেছেন। এই হাদিসটি মুতাওয়াতের সনদ দ্বারা প্রমাণিত যে, বিশ্বনবী (দঃ) এর ছায়া ছিল না। অথচ নূর ব্যতীত সমস্ত দেহের ছায়া বিদ্যমান।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উক্ত বক্তব্যে মৌলভী সাহেব দুইটি বস্তু স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রথমতঃ বিশ্বনবীর (দঃ) নূর, আল্লাহ তাঁকে নূর বলেছেন। এই দ্বিতীয়তঃ প্রিয় নবীর দেহ মোবারকের ছায়া ছিল না। অর্থাৎ তাঁর নুরানীয়াত বেশ কতেক পন্থায় অনুভুত হয়েছে। হুজুর (দঃ) নূর হওয়ার উপর অনেক প্রমাণাদি পেশ করা যায়। তবে আমি এখানেই ইতি টানছি। যেহেতু যাঁরা মানতে চান তাঁদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট আর বিরোধীতাকারীদের জন্যপুরো কিতাবই নিস্ফল।

বিবেকগ্রাহ্য (আকলী) প্রমাণাদি ঃ

বিবেক ও এ কথা স্বীকার করে যে, হুজুর (দঃ) আল্লাহর নূর তাঁর শরীর মোবারকের প্রতিটি অংশই নূর, সর্বোপুরি তাঁর সব অবস্থাই নূর। প্রমানাদী নিম্নে বর্ণিত হল।

(১) নূর সেটাই যা নিজে প্রকাশ্য এবং অন্যকেও আকাশের তারকাঁরাজি জমিনের প্রতিটি বালিকণা ভালভাবেই জানে। মানুষ তাঁকে জানে, জীব জগত তাঁকে চেনে, কঙ্কর তাঁর কলেমা পড়ে, পাথর তাঁর সম্পের্ক সাক্ষ্য দেয়। এক কথায় তিনি এতই প্রকাশ্য যে, কারো নিকট থেকে আড়াল নন। সাথে সাথে অন্যদেরকে এমনভাবে আলোকিত করে দিয়েছেন যে, তাঁর সাথে যার সম্পর্ক হয়েছে সে আলোকিত হয়ে গেছে। মদিনার গলি পথগুলো তাঁর দ্বারাই ঝলমল করে উঠেছে, মক্কার বাজারসমূহ, কা'বা শরীফের ও কারুকার্যগুলো তাঁর দ্বারাই চমক পেয়েছে, তাঁর কারণেই হযরত হালিমা (রাঃ) এর গুণ কীর্তন আজ বিশ্বব্যাপী ব্যাপকতা লাভ করেছে তাঁর দ্বারাই নবীর পরিবারের গুণাবলী ও মর্যাদা সম্বলিত খোতবা পাঠ করা হচ্ছে। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী গণের মধ্যে

www.AmarIslam.com

যাঁকে আমাদের নবী হিসেবে প্রকাশ করেছেন তিনি প্রকাশিত হয়েছেন। অন্যান্য নবীগণ অধ্যাবধি গোপন রয়ে গেছেন, স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালার মৌলিক এবং গুণগত স্বত্তা আমাদের নিকট নবীর মাধ্যমেই পৌঁচেছে। অথচ আমাদের বিবেক ঐস্তর পর্যন্ত পৌঁছার উপযুক্ত এবং সম্ভবপর ছিল না। অর্থাৎ নুরের পরিপূর্নতা বিশ্বনবীর মধ্যে পুরোপুরিভাবে বিদ্যামান, তাই তিনি পরিপূর্ণ নূর।

(২) হুজুর (দঃ) এর দোয়া নিশ্চিত গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তা'লা বলেন-

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

অর্থাৎ-আল্লাহ অনতিবিলম্বে এতগুলো দান করবেন যে, আপনি তুষ্ট হয়ে যাবেন। আর হুজুর (দঃ) ও দোয়া করতেন যে,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ نُوْرًا

অর্থাৎ- হে আল্লাহ আপনি আমাকে নূর করে দিন। এবার বলুন, নবীর উক্ত আরাধনা কবুল হয়েছে কিনা? যদি হয়ে থাকে তাহলে তিনি তো নিঃসন্দেহে নূর।

(৩) মানুষের দেহে মাটির তৈরী আর রুহ নূরের তৈরী।

আল্লাহ বলেন- قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ

অর্থাৎ-হে নবী (দঃ) আপনি বলুন রুহ আমার আদেশ হতে সৃষ্ট। অর্থাৎ আদেশ জগতের একটি সৃষ্ট বস্তু আর ঐ আদেশ জগত হলো নূর। আল্লাহর প্রিয়তম বান্দাদের আত্মার নূরানীয়াত এতই তীব্র ও প্রকট হয় যে, তাদের দেহ ও আলোকিত হয়ে যায়। এ কারণে কোন কোন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আউলিয়া কেরামের দেহে তরবারী পর্যন্ত আকর্ষন করতে পারে না। বরং এদিক সেদিক চলে যায়। কোন কোন আউলিয়া কেরাম কয়েক মাস ধরে কোন প্রকার পানাহার করেন না।

"ফতোয়ায়ে" হাদিছিয়া" এর " আততাছাউফ" নামক অধ্যায়ে আল্লামা ইবনে হাজার, হযরত মুহীউদ্দিন ইবনে আরবী (রাঃ) সম্পর্কে বলেন–

حَتّٰى اَنَّهُ مَكَثَ عَلٰى ثَلَاثَةِ اَشْهُرٍ عَلٰى وُضُوْءٍ وَّاحِدٍ

অর্থাৎ–তিনি (মুহীউদ্দিন ইবনে আরবী) এক অজুর উপর তিন মাস অতিবাহিত করেন। আর বিশ্বনবী (দঃ) এই দলের সর্দার এবং পেশোয়া, তার রূহ মোবারকের নুরানীয়াত তাঁর দেহ মোবারকের উপর এতই প্রবল যে, তাঁর দেহ মোবারক ও নুরানী হয়ে গেছে। (৪) রেওয়ায়েত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে হুজুর (দঃ) এর দেহ মোবারকে ছায়া ছিল না। (যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ)। অথচ ভারী বস্তুর ছায়া থাকে। (তথাপি হুজুর (দঃ) এর দেহ মোবারকের ছায়া নেই) প্রমাণিত হল যে, হুজুর (দঃ) নূর, যেহেতু তাঁর দেহ শরীফে স্থুলতার লেশমাত্র ও ছিল না।

(৫) নবীয়ে করিম (দঃ) মেরাজ রজনীতে অগ্নিকুণ্ডের পাশে জামহারীর (এমন স্থান যা অতীব ঠাণ্ডা) নিকট দিয়ে গমণ করেছেন এবং এমন স্থানে পৌঁছেছেন যেখানে কোন স্থান নেই অর্থাৎ তিনি লা মকানে সমাসীন হয়েছেন। অথচ এ কথা প্রকাশ্য যে, কোন দেহ আগুন থেকে রক্ষা পেতে পারে না এবং প্রতিটি দেহের জন্য স্থানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সুতরাং স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হল যে, উক্ত (মেরাজ) রজনীতে মহানবী (দঃ) নুরানীয়তের মধ্যে অবগাহন করেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৬) কোন মানুষ বায়ু ব্যতীত থাকতে পারে না। আর মেরাজ রজনীতে হুজুর (দঃ) যেখানে তাশরীফ নিয়ে গেছেন সেখানে বায়ুর লেশমাত্র ও ছিল না। এতদসত্ত্বেও তাঁর জীবিত থাকা এ কথারই প্রমাণ করে যে, তিনি নুর।

(৭) যদি মানুষের বক্ষে সামন্যতম আঘাত ও লাগে তাতে মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু ফেরেস্তারা হুজুর (দঃ) এর কলব মোবারককে বক্ষ মোবারক হতে নির্গত করে তাতে নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তবুও তিনি জীবিত ছিলেন। বুঝা গেল যে, তিনি নূর এবং তাঁর জীবন ও নূরানী।

(৮) আবিরাম রোজা (সওমে বেসাল) পালনের সময় তিনি পর পর কয়েক দিন পর্যন্ত ইফতার ব্যতিরেকেই রোজা পালন করতেন। এতদত্বেও ক্ষুধা পিপাসা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। যদি তাঁর জীবন আমাদের মতো নিছক দেহ সর্বস্ব হত তাহলে পানাহার হতে একটুকু বিমুখ হতে পারতেন না। আজ ও অনেক আউলিয়ায়ে কেয়াম প্রিয় নবী (দঃ) এর নূর দিবানিশি আপন চোখে অবলোকন করে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে মওলানা আবদুর রহমান জামী (রহঃ) এর একটি উক্তি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন, " তাঁর চেহারা মোবারক আমার চোখের সামনে দিবানিশি দৃশ্যমান।

কোন কোন আল্লাহর ওলী বলেন "যদি এক মুহূর্তের জন্য ও তাঁকে দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই, তখন নিজকে নিজে "ধর্ম ত্যাগী" বলে ফতোয়া দিই"। এমন অনেক বস্তু রয়েছে যা আমাদের দৃষ্টির নাগালের বাইরে হওয়া সত্বেও অন্যের মুখ থেকে শুনে মেনে নিই। আমাদের উচিত যে, অনুরূপভাবে প্রিয়নবী (দঃ) এর নূরকে আমাদের দুর্বলতার কারণে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমরা না দেখা সত্ত্বেও অন্যদের নিকট থেকে শুনে তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা।

(৯) প্রিয় নবী (দঃ) মিরাজ রজনীতে হাজার বৎসরের ভ্রমণ পথ এক মুহূর্তে অতিক্রম করেছেন। এত স্বল্প সময়ে এতটুকু পথ কোন ভারী দেহ বিশিষ্ট ব্যক্তি অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। এতেও বুঝা যায় যে, তিনি নূর। যেভাবে দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তাশক্তি মুহূর্তের অতিক্রম করেছেন।

(১০) প্রিয়নবীর প্রশংসায় পবিত্র কোরানে এরশাদ হয়েছে

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ- তোমাদের কষ্ট তাঁর উপর বোঝা স্বরূপ এবং অসহনীয়।

স্পষ্টতঃ ই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রূহ যেমন তার দেহের প্রতিটি অংশের ব্যথায় ব্যথিত হয়, যেমন- পায়ে আঘাত লাগলে প্রাণে অনুভূত হয়, মাথায় ব্যথা পেলে রূহে অনুভব হয় অনুরূপ প্রিয় নবী (দঃ) এমন নূর যে, নিজের প্রত্যেক উম্মতের প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

(১১) শাস্বত নিয়ম হল যে, একাধিক সংখ্যাগুলোর গণনা এক থেকেই আরম্ভ হয় এবং অধিক সংখ্যাগুলো এক থেকেই গঠিত হয়। বরং এক সংখ্যাটি অধিক সংখ্যার মুলবিন্দু হয়। দেখুন, আকাশের অসংখ্য তারকারাজি একটি মাত্র সূর্য হতে আলো লাভ করে। গাছের সমস্ত পাতা, শাখা প্রশাখা, ফল-ফুল একটি মাত্র শিকড়ের উপরই নির্ভর করে এবং একটি মাত্র শিকড় হতেই আহার সংগ্রহ করে। মানব জাতির দৈহিক সূচনা হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু দেহের প্রতিটি অংগ একটি

www.AmarIslam.com

মাত্র আত্মার দ্বারাই জীবিত থাকে। মোট কথা প্রত্যেক অধিক সংখ্যার মধ্যে "এক" এর অবদান রয়েছে, সুতারাং আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুর মুল কেন্দ্রও একটি হওয়া বাঞ্চনীয় এবং ঐ এক হতেই সবকিছুর অস্তিত্ব টিকে থাকা স্বাভাবিক। অর ঐ মূল কেন্দ্র বিন্দুর নাম হাকিকতে মোহাম্মদ দীয়া এবং নূরে মোহাম্মদী। তা না হলে বলুন এই সবকিছু কোন এককের শাখা? এবং কোন একক এখানে ক্রিয়াশীল? মোট কথা এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, হাকিকতে মোহাম্মদী সৃষ্টির মূল এবং সমগ্র সৃষ্টি তাঁর থেকেই আলো গ্রহণ করেছে এবং করতে থাকবে।

"নূর" হওয়া সম্পর্কিত বিষয়ের উপর উত্থাপিত অভিযোগ ও তার উত্তর ঃ-

১নং অভিযোগঃ-

যদি নবী করিম (দঃ) আল্লাহর নূর হন তাহলে আল্লাহর নূর খন্ড খন্ড হয়ে গেছে এবং তাঁর মধ্যে আল্লাহর অংশ হয়ে গেছে, তাঁর মধ্যে আল্লাহর অংশ বিশেষ প্রবেশ করেছে। অথচ এ ধরণের বিশ্বাস খ্রীষ্টানদের আকি্বদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেহেতু খ্রীষ্টানরা ঈসা (আঃ) এর মধ্যে আল্লাহর অংশ বিশেষের উপস্থিতি ছিল বলে বিশ্বাস করত।

উত্তরঃ আভিযোগ উত্থাপনের কারণ এই যে, অভিযোগ উত্থাপনকারী নিজেই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেনি। প্রিয় নবী (দঃ) বিনা মাধ্যমে আল্লাহর নুর আহরণকারী আর সমগ্র সৃষ্টি প্রিয়নবী (দঃ) এর মাধ্যমে প্রতিপালকের নূর অর্জন করেছে। যেমন সূর্যের সামনে যদি আয়না থাকে তখন সূর্যের প্রতিচ্ছবি আয়নাটিকে আলোকিত করে দেয়। এখন ঐ আয়নাটিকে অন্যান্য আয়নার দিকে ফিরিয়ে দিলে তা ঐ আয়না সমূহকে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলোকিত করে দেয়। তখন প্রথম আয়নাটিকে সূর্যের অংশ বিশেষ বলা যাবেনা। উক্ত বিষয়টি ও ঠিক অনুরূপ নবী (সঃ) কে আল্লাহর অংশ বিশেষ বলা যাবে না। সম্পর্কটি এ ধরণের হতে পারে যে, কোরান শরীফে আল্লাহ তা'আলা হযরত সালেহ (আঃ) এর উটকে "আল্লাহর উট",হযরত ঈছা (আঃ)কে "আল্লাহর রূহ" বলেছেন। যেহেতু তিনি পিতা মাতার মাধ্যম ব্যতীতই সৃষ্ট। (অনুরূপ প্রিয়নবীকেও "নূরুল্লাহ" বলা হয়)

২নং অভিযোগ

হুজুর (দঃ) নুর নন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

আমি তোমাদের মত বশর। তিনি যেহেতু বশর সেহেতু "নূর" নন। "বশরিয়াত" এবং "নূরা নিয়াত" একত্রিত হতে পারে না।

উত্তরঃ প্রিয়নবী "নূর" এবং "বশর" উভয়টি। অর্থাৎ তিনি নূরানী বশর তাঁর হাকিকত নূর এবং আকৃতি বশর। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত জিব্রাইল (আঃ) সম্পর্কে বলেন–

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا–

অর্থাৎ–অতঃপর আমি তাঁর (হযরত মরিয়মের) নিকট আমার রূহ (হযরত জিব্রাইল) কে পাঠিয়েছি, সে তার (মরিয়মের) সামনে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে রূপধারণ করেছে। হযরত জিব্রাইল (আঃ) একজন ফেরেশতা, অথচ তিনি নূর। অথচ হযরত মরিয়মের নিকট মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তখন তাঁর মানবিক আকৃতি ধারণ করার

www.AmarIslam.com

কারণে নুরানিয়াত চলে যায়নি। সাহাবাগণ হযরত জিব্রাইলকে মানুষের আকৃতিতে দেখেছেন। কালো চুলগুচ্ছ, সাধা পোষাক, চোখ, নাসিকা, কান সবই ছিল অথচ তিনি নূর। অনুরূপ হযরত ইব্রাহীম, লুত, দাউদ আলাইহিমুছ ছালাম এর খেদমতের জন্য ফেরেস্তারা মানুষের আকৃতি ধারণ করেছিলেন। আল্লাতা'আলা বলেন–

هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ

অর্থাৎ তোমার নিকট কি ইব্রাহীম (আঃ) এর অতিথিদের সংবাদ পৌঁছেছে? তারা যখন হযরত ইব্রাহীমের নিকট প্রবেশ করল বলল ছালাম, তিনি বললেন – এ সালাম অপরিচিত সম্প্রদায় হতে।

هَلْ اَتَاكَ نَبَؤُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ

অর্থ–তোমার নিকট কি ঝগড়ার সংবাদ পৌঁছেছে? যখন তারা মেহ্‌রাব লাফিয়ে দাউদ (আঃ) এর নিকট প্রবেশ করল, এতে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। তারা বলল–ভয় করবেন না আমরা এমন দুই দল যারা পরস্পরের উপর সীমালংঘন করেছে। (সূরা " ছোয়াদ") ২৩ পারা

وَلَمَّا اَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا مُنَجُّوْكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيْنَ–

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ–আর যখন আমার প্রতিনিধিরা (ফেরেস্তা) লুত (আঃ) এর নিকট আসল; তাঁর নিকট খারাপ লাগল এবং তাদের কারণে তাঁর অন্তঃকরণ সংকুচিত হয়ে গেছে। তারা বলল-ভয় এবং চিন্তা করবেন না। আমরা আপনাকে মুক্তি দেব তবে আপনার স্ত্রীকে তিনি অবশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে থাকবেন। (ছুরা " আনকাবুত"–২০ পারা)

বর্ণিত আয়াত সমূহ দ্বারা প্রতিয়মাণ হয় যে, ফেরেস্তারা আম্বিয়ায়ে কেয়ামগণের নিকট মানুষের আকৃতিতে উপস্থিত হত। অথচ তখন তারা নূরানীও ছিল। মোট কথা হল "নুরানীয়াত" ও "বশরিয়াত" পরস্পরের পরিপন্থী নয়।

৩নং অভিযোগঃ

বিশ্বনবী (দঃ) যদি নুর হতেন এবং প্রত্যেক স্থানে হাজের নাজের হতেন তাহলে প্রত্যেকটি স্থান আলোকিত হওয়া এবং কোন স্থানেই অন্ধকার না থাকা উচিৎ ছিল। এতে বুঝা যাচ্ছে হয়তো তিনি নুর নন অথবা সর্বত্র বিরাজমান নন।

উত্তরঃ উক্ত প্রশ্নের দুটি উত্তর হতে পারে। প্রথমটি ইলজামী দ্বিতীয়টি বিশ্লেষণমূলক। এলজামী হল এই যে-আল্লাহ তা'লা নুর এবং সদা সর্বদা আমাদের সাথে রয়েছেন অথচ তা দ্বারা সর্বত্র আলোকিত হচ্ছে না।

(১) اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থ– আছমান এবং জমিনের নূর।(২) وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ অর্থাৎ– তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সাথে আছেন। (ছুরা 'ওয়াকেয়া' ২৭ পারা)

(৩) نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ – তোমাদের চেয়ে ও অধিক নিকটে আমি আছি। অথচ তোমরা তা দেখ না। (ছুরা'ওয়াকেয়া'২৭পারা)

(৪) نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ অর্থ–আমি তার শাহী রগ অপেক্ষা অধিক নিকটে।

(৫) অর্থ–নিশ্চয়ই আল্লাহ দৈর্য্যধারণকারীদের সাথে আছেন। (ছুরা বাকারা ২য় পারা) তাছাড়া কোরান শরীফ ও নুর এবং প্রত্যেকের ঘরে বিদ্যমান অথচ আলোকিত হয় না। ফেরেশতা নূর আমাদের সাথে থাকে অথচ ইহার আলো বিচ্ছুরিত হয় না।

অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(৬) وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا অর্থাৎ– আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট নূর অবর্তীণ করেছি। (ছুরা নিছা–৬ষ্ঠ পারা)

(৭) قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ অর্থাৎ– বলে দিন, তোমাদেরকে ঐ মত্যুর ফেরেস্তা মৃত্যুবরণ করাবেন যাঁকে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। (ছুরা সিজদা-২১ পারা)

এবার বলুন যে, আল্লাহ তা'আলা হয়তো আমাদের সাথে নেই নয়তো তিনি নুর নন। অনুরূপ ফেরেস্তা এবং কোরান হয়তো আমাদের সাথে নেই অথবা নুর নয়।

বিশ্লেষণমুলক উত্তর হলো এই যে, নুর দুই প্রকার। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা দৃশ্যমান এবং ইন্দিয় অগ্রাহ্য বা অদৃশ্য। ইন্দিয় গ্রাহ্য নূর অনুভব হওয়া আবশ্যক, তবে ইন্দিয় অগ্রাহ্য নূর দেখার জন্য খোদা প্রদত্ত শক্তির

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রয়োজন। অন্ধ ব্যক্তি যদি সুর্য না দেখে তার উচিৎ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষের নিকট সে সম্পর্কে জেনে শুনে তা বিশ্বাস করা। অনুরূপ খোদা প্রদত্ত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন অলিগণ যাঁরা নূরে মোহাম্মদী (দঃ) দেখেন এবং অনুভব করতে পারেন তাঁদের নিকট থেকে শুনে এবং কোরানকে বিশ্বাস করতঃ প্রিয়নবী (দঃ) কে নূর হিসেবে মেনে নেয়া উচিত।

৪নং অভিযোগঃ

বিশ্বনবী (দঃ) যদি নুর হয়ে থাকেন তাহলে তিনি পানাহার করেন কেন? তাঁর সন্তান সন্ততি হয় কেন? এবং সমস্ত নবীর বংশ নূর হওয়া উচিত ছিল কারণ মানুষের সন্তান মানুষ, ঘোড়ার সন্তান ঘোড়া, বাঘের সন্তান বাঘ হয়ে থাকে। সুতরাং নূর এর বংশধরও নুর হওয়া চাই।

উত্তরঃ কোরআনের কোন আয়াতে বা কোন্ হাদিস গ্রন্থে এ কথা নেই যে, নূর এর সন্তান হয়না। যদি থাকে তাহলে উপস্থাপন করুন। ফেরেশতাদের সন্তান সন্ততি এ কারণেই নেই যে, যেহেতু তারা ফেরেশতা। ফেরেশতার সন্তান সন্ততি হয় না। আমরা প্রিয় নবীকে নূর হিসেবে মানি, কোন ফেরেশতা হিসেবে নয়। আপনাদের এ সমস্ত কথাবার্তা নিতান্তই অনর্থক। এ ধরণের যাবতীয় প্রশ্ন ঐ সময়ই উথাপন যোগ্য হতে পারে যখন প্রিয়নবী (দঃ) এর বশর হওয়াকে অস্বীকার করা হয়। নুরের নয়। ইসা (আঃ) আসমানের উপর হাজার হাজার বৎসর ধরে অবস্থান করছেন। পানাহার গ্রহণ করা, ঘুমানো এবং সন্তান সন্তুতি জন্মদান ইত্যাদি হতে পুতঃ পবিত্র। কেননা সেখানে নুরানীয়াতের প্রধান্য রয়েছে। আর যখন তিনি পৃথিবীতে আগমণ করবেন তখন পুনরায় পানাহার বিবাহসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করবেন। যেহেতু

www.AmarIslam.com

তখন বশরিয়াতের প্রধান্য বিদ্যমান থাকবে। বিশ্বনবী (দঃ) মেরাজ রজনীতে হাজার হাজার বৎসরের রাস্তা অতিক্রম করেছেন। তখন নুরানীয়াতের প্রধান্য ছিল। তাই পানাহারের প্রয়োজনীয়তা রাখা হয়নি। যখন তিনি 'ছওমে বেছাল' রাখতেন তখন বিনা ইফতারে লাগাতার রোজা রাখতেন। অথচ কোন প্রকার ক্ষুধা অনুভব হত না। কিন্তু অন্যান্য সময়ে যদি আহারাদি গ্রহণ না করতেন তখন ক্ষুধার প্রভাব তাঁর চেহারা মোবারকে প্রতিভাত হতো, কারণ রোজা করে। 'হারুত', 'মারুত' উভয়ই ফেরেশতা, তারা নুর কিন্তু যখন তাদের মানুষের পোষাক পরিধান করিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হলো তখন তারা পানাহার ও গ্রহণ করেছে এবং সহবাস ও করেছে। পানাহার গ্রহণের এবং সহবাস করার সে শক্তি বিদ্যমান থাকার কারণেই তাদের উপর শাস্তিমুলক ঘটনা সংগটিত হয়েছে। আর তাদের পানাহার গ্রহণ ও সহবাস করার শক্তি ঐ মানবীয় পোষাকের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে। আজরাঈল (আঃ) কে হযরত মুছা (আঃ) চড় মারতেই তাঁর চক্ষু খসে পড়লআর এ চক্ষু খসে পড়া মানবীয় কারণেই হয়েছে। মুছা (আঃ) এর দরবারে মানবীয় আকৃতি ধারণ করে এসেছে। তাঁকে হযরত মুছা (আঃ) এর লাঠি মোবারক যখন সর্প হয়ে যেত তখন পানাহার করত। সর্পের এ পানাহার গ্রহণ তার পারিপার্শ্বিক আকৃতি ধারণ করার কারণেই হয়েছে।

মহান প্রভু বলেনঃ-

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ

অর্থাৎ-আর আমি মুছাকে প্রত্যাদেশ দিয়েছি যে, তোমার স্বীয় লাঠি ফেলে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দাও। তখন সে যাই পেয়েছে তা অমনি গলঃধকরণ করল। (আ'রাফ ৯ম পারা)

বিশ্বনবী (দঃ) বশরীয়াতের মধ্যে হযরত আদম (আঃ) এর বংশধর কিন্তু নুরানীয়াতের মধ্যে তিনি হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টির মুল উৎস। নুরের মধ্যে জন্মদান এবং গ্রহণ , বংশ বিস্তার করার উপাদান নেই। ঈমান নুর। মুমীনগণ নুরানী। আলেমগণ নুরানী। নুবয়ত নুর। নবীগণ নুরানী। তথাপি মো'মেনদের সন্তান কাফের হয়,আলেমের পুত্র জাহেল হয়, এমন কি নবীর সন্তানও কাফের হয়ে থাকে। বেহেশতবাসীগণ নুরানী হবেন। হুরগণ নুর। কিন্তু হাদীস শরীফে রয়েছে কতেক বেহেশতবাসী সন্তান কামনা করবেন এবং তাদের সন্তান-সন্তনি ও হবে।

এবার বলুন, যদি নুরের সন্তান-সন্ততি না হয়ে থাকে, তাহলে এই বেহেশতবাসীগণ কোথা হতে সন্তান লাভ করবে ?

৫নং অভিযোগঃ

আল্লাহ ত'আলার বাণীঃ

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ

এর মধ্যে واو অক্ষরটিকে বিশ্লেষণাত্মক অব্যয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এবং 'নূর দ্বারা কোরানকে বুঝানো হয়েছে, বিশ্বনবী (দঃ) কে বুঝানো হয়নি। বরং 'নুর' দ্বারা ঐ গ্রন্থকে বুঝানো হয়েছে যাকে কিতাবে মুবীন বা প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট গ্রন্থ বলা হয়েছে।

উত্তরঃ বিশ্লেষক মহল, মুফাচ্ছেরীনে কেরামগণের মতানুযায়ী উক্ত

www.AmarIslam.com

আয়াতে নুর দ্বারা বিশ্ব নবী (দঃ) কে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লামা জালাল উদ্দিন সূয়ুতী, তফসীরে খাজেন, মাদারেক, ইবনে আব্বাস, ছাবী প্রভৃতি তফসীর গ্রন্থ সমূহে বিদ্যমান। এখানে واو বর্ণটি عَطْفُ بَيَانٍ এটা اَفْرَادُ বা সংখ্যার মধ্যে مُغَائَرَاتُ অর্থ বিপরীত এবং حكم বা বিধানের মধ্যে متبوع বা মা তুফ আলাইয়ের সাথে বিধান প্রয়োগে এক। তাই কুরান ও নূর আরবী গ্রামার অনুযায়ী দুইটি এক নয় বরং দুই বস্তু। অর্থাৎ কোরআন হল কিতাব আর নূর হল নবী মুহাম্মদ (সঃ) তাছাড়া অত্র আয়াতের প্রারম্ভি কায় ও প্রিয়নবী (দঃ) এর আলোচনা করেছে। আল্লাহ তা'লা বলেনঃ-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ

অর্থাৎ- হে আহলে কিতাব! (ইহুদী -নাছারা) নিশ্চয় তোমাদের নিকট আমার রাসুল এসেছেন। যিনি তোমাদের নিকট কিতাবের এমন অনেক বিষয়সমূহ প্রকাশ করবেন যা তোমরা গোপন রেখেছিলে এবং অনেককে ক্ষমা করবেন। অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে নূর এবং স্পষ্ট কিতাব এসেছে। (ছুরা মায়েদা ৬ পারা)

বর্ণিত আয়াতটি একথাই বলে দিল যে আয়াতে 'নূর; দ্বারা ঐ বিশ্বনবী (দঃ) কেই বুঝানো হয়েছে যাঁর আলোচনা করা হলো।

তাছাড়া আয়াতে واو অক্ষরটিকে "বিশ্লেষণাত্মক অব্যয়" হিসেবে ব্যবহার করা মাজাযি বা রূপক অর্থেই হয়ে থাকে। অথচ বিনা প্রয়োজনে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাজাযি বা রূপক অর্থ গ্রহণ না করা চাই। কেননা অব্যয় তার পরবর্তী শব্দকে পূর্ববর্তী শব্দ হতে বিপরীত করে দেয়। সুতরাং নূর এবং কিতাব উভয়টি পরস্পর হতে ভিন্ন অর্থাৎ এটাই উত্তম যে দ্বিতীয় অংশ কিছু নতুন কথা বর্ণনা করবে। এটা নয় যে, প্রথম কথাকে পুনরায় বলে দেবে। তাছাড়াও নিম্নোক্ত আয়াতটি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা কারী।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

বর্ণিত আয়াতটি সুস্পভাবে বিশ্বনবী (দঃ) কে উজ্জ্বল সূর্য বলে আখ্যায়িত করল। আর কোরানের একটি আয়াতের তফসীর আর একটি আয়াত দ্বারা করাটাই শ্রেয়। তাছাড়া উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা ঐ হাদিসটিই, যা মৌলভী আশরাফ আলী থান্‌ভী স্বীয় কিতাব "নশরুত্ত্বীব" এর মধ্যে আবদুর রাজ্জাকের সুত্রে হযরত জাবের হতে বর্ণিত সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এরশাদ হয়েছে, হে জাবের আল্লাহ তা'য়ালা সবকিছুর আগে তোমার নবীর নুরকে স্বীয় নুর হতে সৃষ্টি করেছেন।

আর কোরানের ব্যাখ্যা যদি স্বয়ং ছাহেবে কোরান বর্ণনা করে দেন তাহলে সেটাই তো উত্তম ব্যাখ্যা। তাছাড়া কিতাবের জন্য তো নুর চাই। যাতে সেটা পড়তে পারা যায় কোরানের বাক্যসমুহ তেলাওয়াত করার জন্য যেমন আলোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তেমনি কোরানের গুঢ় রহস্য সমূহ উদঘাটন করার জন্য ও আধ্যাত্মিক জগতে আলোর প্রয়োজন রয়েছে। আর সে হচ্ছে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)।

www.AmarIslam.com

বিশ্ব নবী (দঃ) নূর হওয়ার প্রমাণ

৬নং অভিযোগঃ

কোরান করিমের মাধ্যমে এ কথা বুঝা যাচ্ছে যে, কোরান স্বয়ং উপদেশ, পূর্বাপর সমস্ত উপদেশাবলীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নূর, হেদায়েত, বোরহান, শেফা ও রহমত। যেখানে কোরানের মধ্যে এতগুলো গুণাবলী বিদ্যমান আবার নতুন করে অন্য একটি নুর এবং হেদায়েতের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

যেমন পবিত্র কোরআন মজীদে রয়েছেঃ

إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

"নিশ্চয় এ আয়াত সমূহ উপদেশ সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ গ্রহণ করতে পারে।"(ছুরা মোজাম্মেল ২৯ পারা)

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

"আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট বর্ণনাকারী নুর অবতীর্ণ করেছি।" (ছুরা নিসা ২য় পারা)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"আর কোরআনের এমন কতেক আয়াত আমি অবতীর্ণ করছি, যা রোগমুক্তিদাতা এবং মুমীনদের জন্য রহমত। (ছুরা বনী ইসরাঈল ১৫ পারা)

قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ

"নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বোরহান (প্রমাণ) এসেছে। (ছুরা নিসা ৬ষ্ঠ পারা)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৭নং অভিযোগঃ

যেহেতু সমস্ত গুণাবলী বিশ্বনবী (দঃ) কোরান মজিদ হতে শিক্ষা লাভ করেছেন সেহেতু এ গুণাবলী বিশ্বনবী (দঃ) এর নিজস্ব, একথা মেনে নেয়া যায় না। কারণ অর্জিত বস্তু পুনরায় অর্জন করা যায় না।

৬ষ্ঠ ও ৭ম অভিযোগের উত্তরঃ

যেমনিভাবে কোরান শেষ আসমানী কিতাব, বিশ্বের জন্য এবং মহাপ্রলয় দিবস অবধির জন্য এসেছে। আর তাই তার মধ্যে এ সমস্ত গুণাবলীর সমাবেশ রয়েছে যে, ইহা অলস ব্যক্তিদের জন্য উপদেশ, বুদ্ধিমত্বা সম্পন্ন সম্পদায়ের জন্য নুর, পথভ্রষ্টদের জন্য রহমত, মুহাক্কেক ও আলেমগণের জন্য দলিল। তেমনিভাবে বিশ্বনবী (দঃ) ও শেষ নবী এবং সমগ্র সৃষ্টির জন্য প্রেরিত। তাই তাঁর মধ্যে ও উক্ত গুণাবলীর উপস্থিতি বাঞ্চনীয়। যাতে সৃষ্টি জগতের সকল জাতি তাঁর নিকট থেকে উপকৃত হতে পারে । এ কারণেই মহান আল্লাহু তা'লা ছরকারে দোআলম (দঃ) এর উক্ত গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। যা কোরানে বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং রসুলে করীম (দঃ) উপদেশ দাতা, অথবা পূর্বাপর উপদেশ স্মরণ করিয়ে দাতা, তিনি বোরহান বা দলিল, রোগমুক্তিদাতা এবং রহমত, যেমন কোরাআনে করীমে বলা হয়েছে ঃ

فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ

হে নবী (তাদেরকে) উপদেশ দিন, যেহেতু আপনি উপদেশ দাতা (ছুরা গাসিয়াহ)

اِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

নিশ্চয়ই আপনি সঠিক পথের দিকে পথ প্রদর্শণ করেন (সুরা শোয়ারা)

يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا

" হে মানব সম্প্রদায়, অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে দলিল এসেছে এবং আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ্য নুর অবতীর্ণ করেছি। (ছুরা নিসা ৬ষ্ঠ পারা)

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ

"হে নবী! আমি আপনাকে পাঠাইনি কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমত স্বরূপ ব্যতীত। (ছুরা আম্বিয়া ১৭ পারা)

মোট কথা হল, কোরআনের যেমনি গুণাবলীর কোন শেষ নেই তেমনি ছাহেবে কোরআনের ও বিশেষণের অন্ত নেই। বরং মানুষের তথা সৃষ্টির দেহ জগতের কেবলা হলো কাবা শরীফ আর রূহ ও ঈমাণ উভয় জগতের কেবলা হলেন বিশ্বনবী রাহমাতুল্লীল আলামীন (দঃ)

সুতরাং এমতাবস্থায় তাঁর অর্জিত বস্তু পুণরায় অর্জন করার প্রশ্নই উঠেনা। কারণ আমরা পৃথিবীতে দুটি নুরের দিকে মুখাপেক্ষী। প্রথমতঃ চক্ষুর নুর, দ্বিতীয়তঃ সুর্যের। যদি চোখের আলো (অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি) থাকে কিন্তু সুর্যের আলো না থাকে তখনও কিছু দেখাযাবে না! তদ্রুপ কোরআনকে সুর্য এবং ছাহেবে কোরআন (দঃ) কে চোখের দৃষ্টিশক্তি অথবা রসুলে করিম (দঃ) কে সুর্য, কোরআন মজিদকে চোখের দৃষ্টি শক্তি। মূল কথা আমাদের কোরানের আলোর ও প্রয়োজন নবুয়তের নূর ও প্রয়োজন। নামাজ কোরআন থেকে পেয়েছি। অনুরূপ জাকাত, হজ্ব ইত্যাদি

www.AmarIslam.com

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোরআন হতে বটে, কিন্তু এইগুলি পালন করার পদ্ধতি রসুলে করিম (দঃ) শিক্ষা দিয়েছেন। এতে 'অর্জিত বস্তু পুনরায় অর্জন করা' যেমন হয়নি, তেমনি অন্যকিছু প্রকাশের অসুবিধাও হয়নি। বরং নবুয়তের নূরের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা কৃত অগ্রগামী। এই কারণেই কোন কাফেরকে কলেমা পড়িয়ে মুমীন করানো হয়, কোরআন পাঠ পড়াইয়ে নয় এবং নবজাতকের কানে (শাহাদাতাইন সম্বলিত) আজান উচ্চারণ করা হয় কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয় না।

৮নং অভিযোগঃ

হাদিস শরীফে রয়েছে যে, রসুলে করিম (দঃ) দোয়া করতেন "হে আল্লাহ, আমার চোখে নুর দাও" এভাবে বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত বলতেন "হে আল্লাহ আমাকে নুরানী (আলোকিত) করে দাও।" যদি তিনি পূর্ব থেকেই নূর হতেন তাহলে এ ধরণের দোয়া করার কারণ কি? ঐ বস্তুকেই তো নুরানী বানানো হয় যা আগে থেকে নুরানী থাকে না।

উত্তরঃ উত্থাপিত অভিযোগের দুইটি উত্তর রয়েছে। প্রথমটি এলযামী (যুক্তিভিত্তিক) ২য়টি তাহকীকি (বিশ্লেষণাত্মক) (১) এলযামী উত্তর হল তিনি (দঃ) সর্বদা বলতেন–

ক) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

অর্থাৎ– হে আল্লাহ! আমাকে সঠিক পথের দিশা দান করো। অর্থাৎ তিনি (দঃ) সব সময় হেদায়াত তালাশ করতেন। তার অর্থ কি এই যে, তিনি পথভ্রষ্ট ছিলেন? তিনি হেদায়তের উপর থাকা সত্ত্বেও কেন হেদায়ত তালাশ করছেন?

www.AmarIslam.com

খ) মহান আল্লাহ বলেন– هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ– এ কোরআন খোদাভীরুদেরজন্য পথপ্রদর্শক।

গ) يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا

অর্থাৎ– হে ঈমানদারগণ, তোমরা ঈমান আন। এবার বলুন তো, যারা আগে থেকেই খোদাভীরু তাদের কোরআন হেদায়েত করার কি অর্থ? আর যারা ঈমান গ্রহণ করেছেন তাদেরকে আবার ঈমান আনতে বলার কারণ কি?

(২) তাহকীকি উত্তর হল এই যে, বিশ্বনবী (দঃ) এর উক্তি "হে খোদা আমার চোখ, কান ইত্যাদিকে নূরানী করে দাও" উম্মতকে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে এবং নূরানীয়তের স্থায়ীত্বকেই কামনা করে বলেছেন।

৯নং অভিযোগ ঃ

নবী করিম (দঃ) কে নূর বলা তাঁর সাথে বেয়াদবী করারই নামান্তর, বরং এ কথাতেই তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি হবে যে, তিনি মাটির সৃষ্টি। কারন মাটি নূর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এ কারণেই ফেরেস্তা নূরের তৈরী হওয়া সত্ত্বেও আদম (আঃ) কে সিজদা করেছেন, আদম (আঃ) ফিরিস্তাকে সিজদা করেননি।

তাই হুজুর (দঃ) কে নূর মনে করা মানে তাঁর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা, যেহেতু নূরসিজদাকারী এবং মাটি সিজদাকৃত।

উত্তরঃ অত্র প্রশ্নের ও দুইটি উত্তর দেয়া যায়, প্রথমটি এলযামী বা যুক্তিমূলক দ্বিতীয়টি তাহকীকি বা বিশ্লেষণমূলক। এলযামী উত্তর হল-অভিযোগের আলোকে বলা যায় যে, আল্লাহকে এবং কোরআনকে নূর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বলাও বেয়াদবী হবে। আশ্চর্যের কথা যে, বিশ্বনবী (দঃ) কে নূর বলাতে আপনার নিকট বেয়াদবী হিসেবে প্রতিয়মান হলো আর আল্লাহকে নূর বলার মধ্যে কি এ ধরনের সমস্ত বেয়াদবী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? (যেহেতু তাঁরা ইতিপূর্বে আল্লাহকে নূর বলেছেন)। মাশাআল্লাহ এখন ওহাবী দেওবন্দীরা আদবদার হয়ে গেছে, অথচ তারা রসুলে করিম (দঃ) এর সাথে যে ধরণের স্পষ্ট বেয়াদবী করেছে, কাফেরেরাও কখনো সে ধরনের বেয়াদবী করতে পারিনি। তাহাকীকি উত্তর হল– আদম (আঃ) এর প্রতি সিজদার লক্ষ্য শুধুমাত্র তাঁর দৈহিক কাঠামোই ছিলনা বরং এ আত্মাই ছিল যা ঐ দেহের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ

অর্থাৎ– অতঃপর যখন আমি তাঁকে ঠিকঠাক করলাম এবং তাঁরমধ্যে রুহ ফুঁকে দিলাম তখন তারা তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় অবনত হয়। (সুরা হাজর পারা–১৫)

স্পষ্টতঃই বুঝা গেল যে, আদম (আঃ) এর আত্মাকেই সিজদা করা হয়েছে। যেহেতু দেহটি ঐ আত্মার আলোক বর্তিকার ধারক হয়েছিল সেহেতু সেও সিজদাকৃত হয়েছে। আর আদম (আঃ) এর রূহ ছিল নুরে মোস্তাফা (দঃ) এর একটি ঝলক মাত্র। কারণ আদম (আঃ) এর দেহ মোবারক তো রূহ প্রাপ্ত হবার চল্লিশ বৎসর পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছিল। যদি শুধুমাত্র দেহকে সিজদা করা যেত। তদুপরি ইবলিশের তো মাটির উপর রাখা মাটিকে এবং মাটির দিকে সিজদা করতে কোন আপত্তি ছিল

www.AmarIslam.com

না। যেহেতু সে ইতিপুর্বে মাটির প্রতিটি বালিকনার উপরই সিজদা করেছে এবং আজকেও মাটির উপর সিজদা করে নিত। আজকে যে সিজদা করার আদেশ অমান্য করছে, মূলতঃ ঐ নূরানীয়তকেই অস্বীকার করা হচ্ছে যা বস্তুতঃই সিজদার যোগ্য। তাছাড়া যদি শুধুমাত্র মাটিকেই সিজদা করানো হচ্ছিল তাহলে মাটির স্তুপ তো আরো অনেক ছিল, সে দিকেও সেজদা করিয়ে নিলে চলতো। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, মাটিই সেজদার মূল লক্ষ্য ছিল না। বরং যা আদমের মধ্যে আমানত রাখা হয়েছিল তাই সেজদার মূল লক্ষ্য বস্তু ছিল। তাই আল্লাহর ভাষায় বলেছিল আদম; যিনি সিজদার লক্ষ্য বস্তু নন সুতরাং প্রমাণিত হল যে, মাটিই সিজদার মূল লক্ষ্য বস্তু ছিলনা বরং ঐ নূরই সেজদার লক্ষ্য বস্তু ছিল যা আদমের মধ্যে আমানত রাখা হয়েছিল।

১০নং অভিযোগঃ

হুজুর (দঃ) যদি নূর হন তাহলে তিনি আদম (আঃ) এর সন্তান হন কিভাবে? নূর তো কারো সন্তান হতে পারেনা। অথচ তিনি আদম (আঃ) এর সন্তান বলেই তো তাঁকে (উর্দু ভাষায়) "আদমী" বা "আদমের সাথে সম্পর্কিত" বলা হয়।

উত্তরঃ আমি পূর্বে বলেছি যে, বিশ্ব নবী (দঃ) বশর এবং নূর উভয়টি। অর্থাৎ তিনি নূরানী বশর। তাঁর দেহ মোবারক বাহ্যতঃ দৃষ্টিতে বশর কিন্তু মূলতঃ নূর। আদম (আঃ) এর সন্তান বলেই তো জাহেরী বা বাহ্যিক দিক থেকে তিনি বশর। কিন্তু মৌলিকভাবে তিনি সমগ্র সৃষ্টির মূল এবং সমগ্র সৃষ্টি জগত তাঁরই ফসল।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

قُلْ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ - لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ
الْمُسْلِمِيْنَ (সূরা আলাফ ৮ম পারা)

অর্থাৎ- বলে দিন, নিশ্চয় আমার নামাজ , আমার কোরবানী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু ঐ সমগ্র জাহানের প্রতিপালকের জন্য যার কোন সমকক্ষ নেই, এতে আমি আদিষ্ট এবং এর প্রতি আমি প্রথম স্বীকৃতি দানকারী।

আল্লাহ বলেন

৬। قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ

অর্থাৎ- বলুন, যদি আল্লাহর কোন সন্তান থাকত তাহলে আমিই তার প্রথম উপাসনাকারী হতাম।

৭। وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا يَفْقَهُوْنَ
تَسْبِيْحَهُمْ (ছুরা আম্বিয়া ১২ পারা)

অর্থাৎ- এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহর প্রশংসায় তছবীহ পাঠ করছে না অথচ তোমরা তাদের তছবীহ অনুধাবন করতে পার না (বনী ইসরাইল ১৫ পারা)

বর্ণিত আয়াত সমূহ হতে দুটি বিষয় জানা গেল। প্রথমটি হল যে, সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বালিকনা, আসমানের প্রতিটি অংশ তছবীহ পাঠ করে এবং প্রতিপালকের উপাসক। দ্বিতীয়টি হল যে, সবকিছুর আগে প্রিয়নবী (দঃ)ই প্রথম তছবীহ পাঠক। অর্থাৎ হুজুর (দঃ) তখন থেকেই উপাসক

www.AmarIslam.com

যখন ফেরেস্তা, আসমান, জমিন, পৃথিবী কোন কিছুই ছিল না। যদি তাঁর আগে অন্য কোন সৃষ্টি অস্থিত্ব লাভ করতো তাহলে সেই প্রথম উপাসক হতো, রাসুলে করিম (দঃ) হতেন না।

আর এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, বশরিয়াত এর সূচনা হযরত আদম (আঃ) থেকে। মানুষ বা বশর হিসেবে যদি বিশ্বনবী (দঃ) প্রথম হতেন তাহলে আদম (আঃ) মানব জাতির পিতা হতেন না। তাই একথা অবশ্যই মানতে হয় যে, হুজুর (দঃ) সৃষ্টির সূচনা থেকে নূর। এবং শারীরিক দিক থেকে বশর। আর পৃথিবীর সর্বপ্রকার সম্পর্ক ঐ দেহের সাথেই সম্পর্কিত।

হযরত শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) স্বীয় কিতাব "আত তালীফ কলবুল আলীফ বেকিতাবিহিল ফরছিত, তাওয়ালিফ"-এর প্রারম্ভিকায় বলেন-রুহজগতে সমস্ত নবীগণ হুজুর (দঃ) এ রুহু মোবারক থেকে ফয়েজ হাসিল করেন। তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তাঁর নিকট থেকেই আদম (আঃ) সব কিছুর নাম শিখে নিয়েছেন। সেই জগতে তিনি নবীগণের নবী, যে পয়গাম্বর যা শিখেছেন সে শিক্ষার জন্য তিনি বিশ্ব নবী (দঃ) এর ছাত্র এবং বিশ্বনবী (দঃ) হলেন শিক্ষক।

রাসুলে করিম (দঃ) স্বয়ং বলেন-

كُنْتُ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ

অর্থ- আমি তখনই নবী যখন আদম (আঃ) আত্মা এবং দেহের মধ্যে নিহিত ছিলেন।

সর্বোপরী সমস্ত ফেরেস্তা এবং নূরানী জগতের সমগ্র সৃষ্টি যা কিছু জানে সবকিছু হুজুর (দঃ)এর শিক্ষার মাধ্যমেই জানতে পেরেছেন। এব্যাপারে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোন দার্শর্ণিক

তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

وقیل اول بعد از نزول وانتقال از ان عالم حضرت
انبیاء حاضر ان مجلس عالم وشاگرد ان خاندان
اشت درس وهنر سکے کتاب از علم۔ النے

অর্থাৎ- পৃথিবীর সমস্ত নবী রসুলে করিম (দঃ) থেকে অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেক নবী জ্ঞানের একটি কিতাব এবং দ্বীনের এক একটি অধ্যায় বিশ্বনবী (সঃ) থেকে অধ্যায়ন করেছেন। সে শিক্ষা থেকেঅবসর গ্রহণ করে পৃথিবীকে করজ দানের আসনে সমাসীন হন এবং আল্লাহর বিধি- বিধান সৃষ্টি জগতকে শিক্ষাদান করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন হযরত আদম (আঃ) যিনি পিতা হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় সন্তানের পাঠশালায় আদবের সহিত বিনয়াবনত হয়ে সমস্ত ভাষা এবং সমস্ত বস্তুর নাম তাঁর নিকট থেকে শিক্ষালাভ করেছেন। তারপর আল্লাহর খেলাফতের আসনে সমাসীন হন। এবং নিকটতম ফেরেশতাগণকে শিক্ষা দীক্ষা দানে রত হন। এতে আদম (আঃ) ফেরেশতাকুলের শিক্ষাগুরু হওয়াটা প্রমাণিত হল এবং অবশেষে তাদের সিজদা প্রাপ্ত হন।

১১নং অভিযোগঃ

বিশ্বনবী (দঃ) যদি আল্লাহর নূর হন, তাহলে তিনি ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বাঁধতেন কেন? বিচ্ছুর বিষাক্ত কামড় এবং যাদু তাঁকে আক্রমণ করল কেন? কোন কোন নবীকে আবার কাফেরারা হত্যা করলো

www.AmarIslam.com

বিশ্ব নবী (দঃ) নূর হওয়ার প্রমাণ

কিভাবে? উহুদ প্রান্তরে বিশ্বনবীর দাঁত মোবারক কেন শহীদ হল? নূরের উপর এসব হতে পারে কি?

উত্তরঃ ইত্যাকার প্রশ্ন তখনই শোভা পেত এবং যথাযথ হতো যখন আমরা রসুলে করিম (দঃ) এর বশর হওয়াকে অস্বীকার করতাম। আমরাতো এ কথাই বলছি যে, হুজুর (দঃ) নূর এবং বশর উভয়টি, কখনো বশরীয়াতের গুণ তাঁর নিকট থেকে প্রকাশিত হয়, কখন নুরানীয়াতের গুণ প্রকাশিত হয়। আল্লাহ ত'আলা তাঁকে সমস্ত গুণাবলীর ধারক করে পাঠিয়েছেন, অভ্যাস মোতাবেক যদি, আহার গ্রহণ না করেন তাহলে পেটে তো পাথর বাঁধারই কথা এবং ক্ষুধার তাড়নাও অনুভব হবার কথা। কিন্তু যদি বিরামহীন রোজা পালনের উদ্দেশ্যে আহার বর্জন করেন তখন মাসের পর মাস আহার গ্রহণ না করলেও কোন প্রভাব পড়ত না। যেহেতু প্রথম অবস্থায় বশরীয়াতের বহিঃপ্রকাশ ছিল আর দ্বিতীয় অবস্থায় নূরানীয়াতের প্রতিফলন। এখানে (পৃথিবীতে) বিচ্ছু, তরবারী ও আগুনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন আর মিরাজ রজনীতে দোজখ পরিদর্শন করেছেন সেখানে আগুন, বিচ্ছু, সাপ সব কিছু বিদ্যমান, কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। কারণ এখানে বশরীয়াতের জগতে ছিলেন আর সেখানে নূরানীয়াতের জগতে।

হযরত ঈসা (আঃ) আসমানের উপর শত শত বৎসর ধরে এমন এক জগতে বসবাস করছেন যেখানে বাতাস নেই, খাদ্য নেই, পানীয় নেই অথচ জীবিত। এটাও নূরানী জীবনের বহিঃ প্রকাশ।

রসুলে আকদাস (দঃ) এর মর্যাদা তো অনেক উর্ধ্বে; কোন কোন সময় তদীয় গোলাম আল্লাহর অলীদেরও এমন সময় আসে যে, মাসের পর মাস পর্যন্ত পানাহার বর্জন করতে থাকেন। তরবারী তাঁদের দেহে প্রভাব

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফেলতে পারে না। দজ্জাল আবির্ভূত হলে আল্লাহর জিকিরে মশগুল মোমিনদের ক্ষুধা অনুভূত হবে না। কোন বুজর্গ ব্যক্তিকে দজ্জাল হত্যা করার পর পুনঃজীবন দান করবে অতঃপর সে যখন পুনরায় হত্যা করার জন্য তরবারী চালাবে তখন তাঁর গলদেশে তরবারী দ্বারা হত্যা করা যাবে না। নবুয়তের সূর্যের কিরণ প্রাপ্তদের যদি এ অবস্থা হয় তা হলে স্বয়ং সে সূর্যের অবস্থার কথা বলার আর অবকাশ কোথায় ?

হযরত শেখ সাদী (রহঃ) কতো সুন্দর বলেছেন, তিনি বলেন–

گہے با خفص و زینب سیر دا شتے وگاہے با
جبرئیل و میکائیل نہ سا ختے

"কখনো স্বীয় স্ত্রীগণের সাথে ব্যস্ত থাকতেন আবার কখনো জিব্রাইল ও মিকাইল পর্যন্ত তাঁর কাছে আসার সাহস করতো না।" বস্তুতঃ তাঁর অবস্থা অভিনব এবং অদ্বিতীয়। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ধরণের।

আপনি কি শোনেনি যে, ইব্রাহীম (আঃ) এর দেহে আগুণ এবং ইসমাইল (আঃ)এর গলায় ছুরি কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এইগুলি তাঁদের নূরানী অবস্থারই আলোকছটা ছিল।

মুলকথা হল বিশ্ব নবী (দঃ) আল্লাহর নূর। তাঁর মধ্যে বশরীয়াত আছে তবে হযরত জিব্রাইল এর বশরীয়াত অপেক্ষা তাঁর বশরীয়াত অনেক উচ্চ মান ও উচুঁ দরের। মাওলানা রুমী (রহঃ) এর ভাষায়–

ائے ہزا راں جبرئیل اندر بشر بہر حق سوئے
غریباں یک نظر

www.AmarIslam.com

হে এমন স্বত্বা, যার বশরীয়াতের মধ্যে হাজার হাজার জিব্রাইল নিহিত। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের গরীবদের পানে একটি মাত্র শুভ দৃষ্টি প্রদান করুন।

১২নং অভিযোগঃ

যদি বিশ্ব নবী (দঃ) নূর হতেন তাহলে মহাপ্রলয় দিবস অবধি তার সমস্ত বংশধর নূর হতেন। যেহেতু সন্তান তার পিতামাতার 'জাত'হতে থাকে। যেমন– মানুষের সন্তান মানুষ, বাঘের সন্তন বাঘ। অনুরূপ নূর এর সন্তানও নূর হওয়া চাই। সুতরাং যেহেতু তাঁর উত্তরাধিকারীগণ নূর নন সেহেতু বিশ্বনবী (দঃ) ও নূর নন।

উত্তর ঃ উক্ত প্রশ্নের উত্তর ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, হুজুর (দঃ) এর সর্বপ্রকার সম্পর্ক বশরিয়াত এর। নূরানীয়তের মধ্যে কারো সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তিনি নূরানীয়তের মধ্যে কারো সন্তানও নন কারো পিতাও নন এবং কারো সাথে কোন প্রকারের সম্পর্কে সম্পর্কিত ও নন। নুরানী জগত তো বহু উর্ধ্বে।

কোন আত্মা অন্য আত্মার বংশোদ্ভুত নয়। এ কারণেই রূহানী সন্তান গুণাবলীর মধ্যে পিতামাতার সাথে বাহ্যিক আকৃতিতে পরি পন্থীও হয়ে যায়। নবীর সন্তান কাফের, জ্ঞানীর সন্তান মুর্খ, মুর্খের সন্তান জ্ঞানী হয়ে যায়। মোটকথা হল–জন্মগ্রহণ এবং জন্মদান বশরিয়াতের গুণ, নুরাণীয়তের নয়।

১৩নং অভিযোগঃ

কোরআন করিমের মাধ্যমে জানা যায় যে, বিশ্বনবী (দঃ) স্বীয় নবুয়ত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লাভের পূর্বে ঈমান ও কোরআন সম্পর্কে কোন খবরও রাখতেন না। আর অহী অবতীর্ণ হবার পূর্বে নবী হবার কোন আশা ও ছিলনা। তথাপি এটা কিভাবে বিশুদ্ধ কথা যে, তিনি রূহ জগতে নবী ছিলেন? আর সমস্ত নবী পয়গম্বর তাঁর ফয়েজ প্রাপ্ত হয়েছেন? দেখুন- আল্লাহ বলেন–

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُّلْقٰى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ

অর্থাৎ- তোমার আশা ও ছিলনা যে, তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করা হবে, তবে তোমার প্রতি পালকের করুণাতেই।

وَمَاكُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ

অর্থ- আর আপনি জানতেন না যে, কিতাব কি? আর এটাও না যে, ঈমান কি? যেখানে ঈমান সম্পর্কে বিশ্বনবীর কোন জ্ঞানই ছিলনা, সেখানে সৃষ্টির পূর্বে নবী হওয়ার কি অর্থ?

উত্তরঃ অত্র অভিযোগের দুইটি উত্তর রয়েছে। প্রথমটি এলজামী দ্বিতীয়টি তাহকীকি। এলজামী উত্তর হলো–এই অভিযোগের আলোকে বলা যায় যে, তাহলে হযরত ঈসা (আঃ) হুজুর করিম (দঃ) অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তিনি ভূমিষ্ট হবার কয়েক ঘন্টা পরে মায়ের ক্রোড়ে বলেছেন– قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا (ছুরা মরিয়ম–১৬ পারা)

অর্থ- তিনি বলেন–আমি আল্লাহর বান্দা, আমাকে তিনি কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন।

www.AmarIslam.com

অনুরূপভাবে হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) ও বিশ্বনবী অপেক্ষা উত্তম হবেনা। কারণ তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন– وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

অর্থ–(আল্লাহ বলেন)–আমি তাকে বাল্য জ্ঞান বা হেকমত প্রদান করেছি–বরং এটা ও বলতে হয় যে, কাফের সম্প্রদায় ও রসুলে করিম (দঃ) অপেক্ষা জ্ঞানের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। কেননা তারা বিশ্বনবীর বাল্য অবস্থাতেই জানতো যে, তিনি নবী। " বহিরা রাহেব" হুজুর (দঃ) এর বাল্য অবস্থাতেই তাঁর নবুয়তের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। কারণ তিনি গাছ পাথরকে পর্যন্ত কলেমা পড়তে শুনেছেন।

কোরআনে করিমে এরশাদ হয়েছে– يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآئَهُمْ وَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (ছুরা বাকারা-২য় পারা)

অর্থাৎ- তারা (আহলে কিতাব) প্রিয়নবী (দঃ) এর নামের দোহাই দিয়ে আল্লাহর নিকট থেকে কাফেরদের উপর বিজয় কামনা করতো।

তাছাড়া বোখারী শরীফে আছে– প্রথম ওহী অবতীর্ণ হবার সময় হুজুর (দঃ) হেরা পর্বতে ইবাদতে রত ছিলেন এবং পূর্ব থেকেই এতেকাফ যাপন করছিলেন। যদি তাঁর ইমান সম্পর্কে কোন খবরই না থাকতো তাহলে উপাসনা কার করছিলেন এবং কিভাবে করছিলেন?

তদুপরি মেরাজ রজনীতে হুজুর করিম (দঃ) বায়তুল মোকাদ্দাসে সমস্ত নবীর ইমামতি করেছেন। এবার বলুন এটা কোন নামাজ ছিল? তখন নামাজ তো ফরজ হয়নি! তাহকীকি উত্তর একাধিক রয়েছে।

১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রঃ) বলেন–অভিযোগে উত্থাপিত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আয়াতে বাহ্যিক ভাবে হুজুর (দঃ) কে সম্বোধন করা হলেও মুলতঃ সম্বোধন হলো দ্বীন অনুসারীদের। তফসীরে মাদারেক ও খাজেনে এ সম্পর্কে রয়েছে - وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) اَلْخِطَابُ فِى الظَّاهِرِ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرَادُبِهٖ اَهْلُ دِيْنِهٖ

অর্থাৎ- হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ)বলেন, প্রকাশ্যতঃ এ সম্বোধন নবী করিম (দঃ) কে করা হলেও মুলতঃ এর উদ্দেশ্য তাঁর উম্মত গণ।

২। প্রথম আয়াতে وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا এর মধ্যে উল্লেখিত "না" সূচক অর্থ اِلَّا رَحْمَةً দ্বারা ভংগ হয়ে গেছে। এবং অর্থ হবে এরূপ---বাহ্যিক কারণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার এটাও আশা ছিলনা যে, আল্লাহর দয়া ব্যতীত আপনার উপর ঐশীবাণী অবতীর্ণ হবে। প্রকাশ থাকে যে-প্রিয়নবী (দঃ) শুধুমাত্র আল্লাহর দয়ার মাধ্যমেই নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন। কোন নবীর দোয়ার বদৌলতে নয়। এবং কোন নবীর পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারসুত্রে ও নয়। যেমনি ভাবে হযরত হারুন (আঃ) এর নবুয়ত মুছা (আঃ) এর নবুয়ত দাউদ (আঃ) এর উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত। আল্লাহ পাক বলেন। وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ অর্থাৎ (হযরত) ছোলায়মান (আঃ) দাউদ (আঃ) এর উত্তরাধিকারী হলেন। (ছুরা তোয়াহা-১৬ পারা)

কিন্তু হুজুর (দঃ) এর নবুয়ত লাভের ক্ষেত্রে কারো দোয়া ও ছিলনা এবং কোন উত্তরাধিকার ও ছিলনা এবং হুজুর (দঃ) এর উপর কোন প্রকার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কারো এহছান ও ছিলনা। দ্বিতীয় আয়াতে।

وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ هَارُوْنَ اَخِىْ وَاشْدُدْ بِهٖ اَزْرِىْ

অর্থঃ- মুসা (আঃ) দোয়া করলেন, হে প্রভু আমার পরিবার ভূক্ত আমার ভাই হারুনকে আমার উজির বানিয়ে দাও। তার দ্বারা আমার কোমর শক্ত করে দাও। কিন্তু হুজুর (সঃ) এর নবুওয়ত লাভের ক্ষেত্রে কারো দোয়া ও ছিলনা এবং কারো উত্তরাধিকারও ছিলেন না এবং হুজুর (সঃ) এর উপর কারো কোন এহসান ও ছিল না।

দ্বিতীয় আয়অতে وَمَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ দ্বারা 'দেরায়েত'কে অস্বীকার করা হয়েছে। দেরায়েত বলা হয় আন্দাজ করে কোন কিছু জানা। অর্থাৎ তিনি নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে ঈমান এবং কিতাব সম্পর্কে শুধু মাত্র ধারণা বা আন্দাজ করেই জানতেন না। কারণ ধারণার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান কোন কোন সময় ভুলও হয়ে থাকে । বরং তিনি আল্লাহর দেয়া 'এলহাম' দ্বারাই জানতেন। যার মধ্যে ভুলের কোন অবকাশ নেই। অথবা এর অর্থ কিতাব ও ঈমান সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান। অথবা ঈমান অর্থ মুমীন। মোদ্দা কথা হল যে, অনেক উত্তর রয়েছে।

১৪নং অভিযোগঃ

বোখারী শরীফের শুরুতে বর্ণিত হাদিস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যখন হুজুর (দঃ) এর উপর প্রথম ওহী اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ অবতীর্ণ হল; তখন তিনি বক্তব্য দ্বারাই চিনতে পেরেছেন যে তিনি জিব্রাইল।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তথাপি এটা কিভাবে হতে পারে যে, হুজুর (দঃ) স্বীয় নবুয়ত সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবহিত?

উত্তর এটা নির্জলা মিথ্যা বৈ কিছুই নয়।

বোখারী শরীফের এই হাদিসে এমন কোন শব্দ নেই; যার অর্থ এ ধরণের হতে পারে যে, হুজুর (দঃ) জ্বিব্রাইল (আঃ) কে চিনেন নি। যদি তিনি জ্বিব্রাইলকে না চিনতেন, তাহলে আয়াতটি অকাট্য হতো না । কারণ আয়াত অকাট্য তখনই হবে যখন তা আল্লাহর বাক্য হবার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ থাকবে না। আর যদি তিনি একথাই জানতেন না যে, লোকটি ফেরেশতা, না আর কিছু! তাহলে এটার কোন নিশ্চয়তাই থাকতোনা যে, সেটা আল্লাহর কালাম কিনা, আর যদি হুজুর (দঃ) স্বয়ং আয়াতটি আল্লাহর কালাম হবার বিষয়ে সন্দিহান হন তাহলে আমাদের নিকট কিভাবে বিশ্বাস্য হবে? যেহেতু আমাদের বিশ্বাস প্রিয়নবী (দঃ) এর বিশ্বাসের উপরই নির্ভরশীল।

তিনি হযরত জ্বিব্রাইলকে চিনেন বলেই জিজ্ঞাসা করেননি যে, তুমি কে? আমাকে কি পড়াতে চাচ্ছ? সুতরাং প্রতীয়মান হলো যে, প্রিয়নবী (দঃ) জ্বিব্রাইলকে চিনতেন এবং জানতেন। তিনি চিনবেনই না কেন? হযরত জ্বিব্রাইল সহ সমগ্র সৃষ্টি তাঁর নূর হতে সৃষ্ট আর প্রিয়নবী (দঃ) এর নূর সবকিছুর পূর্বে সৃষ্ট।

এবার দেখা যাক ওয়ারাকাবিন নওফলের নিকট তাশরীফ নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে। বস্তুতঃ তাঁর কারো নিকট যাওয়া এবং তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করা সর্বসাধারণের গ্রহণ যোগ্যতার জন্যই ছিল। যাতে সাধারণ শ্রোতারা ওয়ারাকার বক্তব্য শ্রবণ করতঃ রসুলে করিম (দঃ) এর নবুয়তের বিষয়ে

www.AmarIslam.com

অধিকতর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। কারণ ওয়ারাকা ছিল তাওরাত শরীফের মহা পন্ডিত। মক্কাবাসী তার জ্ঞান সম্পর্কে স্বীকৃতি প্রদান করতেন। আর হযরত খাদিজা (রাঃ) এর সাথে ওয়ারাকার নিকট যাওয়া বিশ্বাসযোগ্যাতা সৃষ্টি এবং হযরত খাদিজার নিকট হুজুর (দঃ) এর নবুয়ত সম্পর্কে চাক্ষুস ধারণা অর্জন করার জন্যই ছিল। যেমনি ভাবে প্রিয়নবী (দঃ) পাথর দ্বারা কলেমা পড়ানো এবং বৃক্ষ হতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা নিজের জ্ঞান অর্জন করার জন্য ছিলনা বরং অন্যদের জানিয়ে দেয়ার জন্যই।

১৫নং অভিযোগঃ

নূর অপেক্ষা বশর উত্তম। দেখুন, আদম (আঃ) বশর ছিলেন, কিন্তু নূরী ফেরেস্তারা তাঁকে সিজদা করেছে। মিরাজ রজনীতে হুজুর (দঃ) বশর হওয়া সত্ত্বেও আরশের উপর (যেখানে স্থান কাল পাত্র সবকিছুর সমাপ্ত) পর্যন্ত পৌঁছেছেন, অথচ নূরী ফেরেস্তা জিবরাইল (আঃ) ছিদরাতুল মুনতাহা পর্য্যন্ত পৌঁছেছেন। সুতরাং প্রিয়নবী (দঃ) কে নূর বলা মানে তাঁকে খাট করে দেয়া।

উত্তরঃ প্রথমতঃ বশর নূর অপেক্ষা উত্তম শীর্ষক কায়দাটাই ভ্রান্ত। বস্তুতঃ যদি সেরূপ হতো তাহলে যে কেউ, এমনকি আবু জাহেলও ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম হতো। অথচ কাফেরগণ বিড়াল ও কুকুর অপেক্ষা ও নিকৃষ্ট যেমন আল্লাহ বলেন- أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

অর্থঃ- তারা সৃষ্টির নিকৃষ্টতম (অর্থাৎ কাফেরেরা)

দ্বিতীয়তঃ এ অভিযোগ তখনই যথাযথ হতো, যখন আমরা বিশ্বনবী (দঃ) এর বশর হওয়াকে অস্বীকার করতাম। তিনি নূর এবং বশর উভয়টি। শুধু মাত্র নূর এবং শুধুমাত্র বশর উভয় অবস্থা হতে তিনি মুক্ত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ছায়া বিহীন কায়াঃ-

আল্লাহ তা'লা স্বীয় বন্ধুকে দেয়া অসংখ্য মোজেযা সমুহের মধ্যে এটাও একটা মোজেজা যে, তিনি তাঁকে ছায়াবিহীন করে সৃষ্টি করেছেন। চন্দ্র, সুর্য চেরাগ ইত্যাদির আলোতে তাঁর দেহ মোবারকের কোন ছায়াই পড়তোনা। বরং তাঁর পরিহিত পোষাকও ছায়াবিহীন হয়ে যেতো। এর স্বপক্ষে কোরআনের আয়াত, হাদিসের বাণী, ফকীহগণের উক্তি, স্বযং ওহাবী দেওবন্দীদের বক্তব্য সাক্ষ্য বহন করছে। যেমন কোরআনে পাকে এরশাদ হচ্ছে- قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ

অর্থাৎ-তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং স্পষ্ট কিতাব এসেছে। আল্লাহ আরো বলেন-

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

অর্থৎ- হে নবী, আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা, ভয় প্রদর্শণকারী আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে তাঁর দিকে আহবানবারী এবং উজ্জল প্রদীপ করে পাঠিয়েছি।

مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ الزُّجَاجَةِ

অর্থাৎ- আল্লাহর নূর (হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর দৃষ্টান্ত হল- একটি তাকে রাখা প্রদীপের মতো যেটি কাঁচ পাত্রে আবৃত রাখা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা প্রথম আয়াতে প্রিয় নবী (দঃ) কেঁ নূর বলেছেন, দ্বিতীয়

আয়াতে প্রদীপ তৃতীয় আয়াতে বিশ্বনবীর স্বত্বাকে নূর এবং বক্ষ মোবারককে কাঁচে তৈরী চিমনী হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন।

আর একথা স্পষ্ট যে, নূর, সূর্য এবং স্বচ্ছ কাঁচ পাতের কোন প্রকার ছায়া হয়না। উক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা বিশ্বনবীর নূর হওয়া প্রমাণিত।

(৪) তফছিরে "মাদারিক" এর ১৮ পারায় ছুরা নূর

لَوْ لَا اِنْ سَمِعْتُمُوْهُ আয়াতের অধীনে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়শা ছিদ্দিকা (রাঃ) কে কতেক লোক (মুনাফিকেরা) অপবাদ দিয়েছে। হজুর করিম (দঃ) সাহাবাদের একটি পরামর্শ সভা ডাকলেন। সভায় হযরত ওসমান গণি (রঃ) বলেন-

وَقَالَ عُثْمَانُ اِنَّ اللّٰهَ مَا وَقَعَ ظِلَّكَ عَلَى الْاَرْضِ لِئَلَّا يَقَعَ اِنْسَانٌ قَدَمَهٗ عَلٰى ذٰلِكَ الظِّلِّ - فَلَمَّا لَمْ يُمَكِّنْ اَحَدًا وَضْعَ الْقَدَمِ عَلٰى ظِلِّكَ فَكَيْفَ يُمَكِّنُ اَحَدًا مِنْ تَلْوِيْثِ عِرْضِ زَوْجَتِكَ

অর্থাৎ- হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন-'হে আল্লাহর রসুল (দঃ)! আল্লাহ তা'য়ালা আপনার ছায়া জমিনে ফেলেননি। যাতে কেউ আপনার ছায়া মারাতে না পারে। যিনি আপনার ছায়া মোবারকের উপর কারো পা রাখার সুযোগ কাউকে দেননি, তিনি তাদেরকে আপনার স্ত্রীর চরিত্রের উপর দাগ লাগানোর সুযোগ কিভাবে দিতে পারেন?

(৫) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

أَنَّ عُمَرَ رض قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم أَنَا قَاطِعٌ بِكِذْبِ الْمُنَافِقِيْنَ لِأَنَّ اللّٰهَ عَصَمَكَ مِنْ وُقُوْعِ الْكَذْبِ عَلٰى جِلْدِكَ لِأَنَّهٗ يَقَعُ عَلَى النَّجَاسَةِ فَيَتَلَطَّخُ بِهَا فَلَمَّا عَصَمَكَ مِنْ ذَالِكَ الْقَذْرِ فَكَيْفَ لَا يَعْصِمُكَ مِنْ صُحْبَةِ مَنْ تَكُوْنُ مُتَلَطِّخَةً بِمِثْلِ هٰذِهِ الْفَاحِشَةِ

অর্থাৎ- হযরত ওমর (রাঃ) রসুল করিম (দঃ) কে বলেন-মুনাফেকদের মিথ্যাচার সম্পর্কে আমি নিশ্চিত-কারণ আল্লাহ পাক আপনার দেহ মোবারককে মাছি বসা থেকে হেফাজত করেছেন। কেননা মাছি অপবিত্র স্থানে বসে এবং এতে লেপটে যায়। যিনি এরূপ নগন্য ময়লা থেকে অর্থাৎ এই মাছি থেকে আপনাকে রক্ষা করেছেন তিনি এই স্ত্রী থেকে আপনাকে কেন রক্ষা করলেন না। যিনি এই অশ্লীল কাজে লেপটে যাবেন।

হযরত ওসমান (রাঃ) এর বক্তব্য দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রিয়নবী (দঃ) এর দেহ মোবারক ছায়াবিহীন এবং হযরত ওমর (রাঃ) এর বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর দেহ মোবারকে কখনো মাছি পর্যন্ত বসেনি। দেহ মোবারক ছায়াবিহীন হওয়া যেমন মোজেজা তেমনি দেহ মোবারকে মাছি না বসাও মোজেজা।

(৬) ইমাম তিরমিজী রচিত " নাওয়াদেরুল উলুম" নামক কিতাবে হযরত জাকওয়ান হতে বর্ণনা করেন-

عَنْ ذَكْوَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

يَكُنْ يُرٰى لَهٗ ظِلٌّ فِى الشَّمْسِ وَلَا فِى الْقَمَرِ

অর্থাৎ- হযরত জাকওয়ান হতে বর্ণিত-রসুলে আকরাম (দঃ) এর ছায়া মোবারক চন্দ্র এবং সুর্যের আলোতে দৃশ্যমান হতনা।

(৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক ও আল্লামা ইবনে জাওযী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন-

قَالَ لَمْ يَكُنْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ شَمْسٍ اِلَّا غَلَبَهٗ ضَوْئُهٗ بِضَوْئِهَا وَلَا مَعَ سِرَاجٍ اِلَّا ضَوْئُهٗ

অর্থাৎ- নবী করীম (দঃ) এর ছায়া ছিল না। আর যখন তিনি সূর্যের সামনে দাঁড়াতেন তাঁর নূরের জ্যোতিতে সূর্যের আলো ম্লান হয়ে যেত এবং যখন চেরাগের সামনে দাঁড়াতেন তখন তাঁর নূরের সামনে প্রদীপের আলো নিস্তেজ হয়ে যেত।

(৮) ইমাম বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াকুব এর বর্ণনা সূত্রে বলেন-

قَالَ حَجَجْتُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَدَخَلْتُ دَارَ مَكَّةَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم وَجْهُهٗ كَدَائِرَةِ الْقَمَرِ

অর্থাৎ-আবদুল্লাহ বলেন, আমি বিদায় হজ্বে অংশগ্রহণ করলাম ইত্যবসরে মক্কা শরীফের একটি ঘরে প্রবেশ করে রাসুলে করিম (দঃ) কে দেখলাম তাঁর চেহারা মোবারক যেন গোলাকার চন্দ্রের মতই ছিল।

(৯) ইমাম জালাল উদ্দিন ছুয়ূতী স্বীয় কিতাব "খাছায়েছিল কুবরা" তে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পূর্বে বর্ণিত জাকওয়ানের হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটি অধ্যায় রচনা করেন। এতে বলা হয়েছে–

قَالَ اِبْنُ سَبُعٍ مِنْ فَضَائِلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَنَّ ظِلَّهُ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى الْاَرْضِ وَاَنَّهُ كَانَ نُوْرًا وَكَانَ
اِذَا مَشَى فِى الشَّمْسِ اَوِ الْقَمَرِ لَا يُنْظَرُ لَهُ ظِلٌّ

অর্থাৎ– ইবনে ছমী বলেন, তাঁর বিশেষত্ব সমূহের অন্যমত হলো যে, তাঁর ছায়া মোবারক মাটিতে পতিত হতনা। এবং তিন নূর ছিলেন। তিনি যখন সূর্য অথবা চন্দ্রের আলোতে চলতেন তখন তাঁর ছায়া দেখা যেত না।

(১০) "আল ফওজুল লবীব ফি খাছায়েছিল হাবিব" নামক কিতাবের ৪র্থ খণ্ডে রয়েছে–

لَمْ يَقَعْ ظِلُّهُ عَلَى الْاَرْضِ وَلَا رُئِىَ لَهُ ظِلٌّ فِى شَمْسٍ
وَلَا قَمَرٍ

অর্থাৎ- তাঁর ছায়া মাটিতে পড়ত না এবং চন্দ্র সুর্য কোথাও তাঁর ছায়া পরিলক্ষিত হত না

(১১) হযরত কাজী আয়াজ (রহঃ) শেফা শরীফের মধ্যে বলেন–

وَمَا ذُكِرَ مِنْ اَنَّهُ لَا ظِلَّ لِشَخْصِهِ فِى شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ
لِاَنَّهُ كَانَ نُوْرًا

অর্থাৎ–বিশ্ব নবী (দঃ) এর দেহ মোবারকের ছায়া চন্দ্র সূর্য কোন কিছুর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলোতে হয় না মর্মে যা বর্ণিত হয়েছে–তা এ কারণেই যে, হুজুর (দঃ) নুর ছিলেন।

(১২) হযরত ইমাম শেহাবুদ্দীন খাফাজী তার "নছিমুর রিয়াজ" নামক কিতাবে বলেন–

وَمِنْ دَلَائِلِ نُبُوَّتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذُكِرَ مِنْ
اَنَّهُ لَا ظِلَّ لِشَخْصِهِ اَىْ جَسَدِهِ الشَّرِيْفِ اللَّطِيْفِ
اِذَا كَانَ فِى شَمْسٍ اَوْ قَمَرٍ لِاَنَّهُ كَانَ نُوْرًا الخ

অর্থাৎ– প্রিয়নবী (দঃ) এর নবুয়তে প্রমাণ সমুহের মধ্যে যা উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, তিনি যখন চন্দ্র সুর্যের আলোতে দাঁড়াতেন তাঁর দেহ, মোবারকের ছায়া হতো না যেহেতু তিনি নূর আর নূর স্বচ্ছ ও ওজনহীন হওয়া স্বাভাবিক, তা কোন প্রকারে বাধা হয় না এবং ছায়াও হয় না। যাহা আলোতে পরিলক্ষিত হয়।

(১৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হতে "ওয়াফা" নামক কিতাবের লেখক রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসুল করিম (দঃ) এর ছায়া ছিল না। আর যখন তিনি সুর্য এবং প্রদীপের আলোতে দাড়াতেন তখন তাঁর নূর সুর্য এবং প্রদীপের আলোকে ম্লান করে দিত।

এটা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নুরে মুবীন। তবে তিনি বশর হওয়া নুর হওয়াকে অস্বীকার করেনা, যেমন কারো কারো ধারণা রয়েছে। যদি তুমি বুঝতে পার তাহলে তিনি নূরের উপর নুর। কেননা নূর হওয়াটাই বর্ণনা মিশকাতুল আনোয়ারে রয়েছে। (সংক্ষেপিত)

(১৪) মসনবী শরীফে মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী (রঃ) বলেছেন–যে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যক্তি মোহাম্মদ (দঃ) এর নুরের মধ্যে উৎসর্গিত হবে সেও তাঁর মতো ছায়াবিহীন হয়ে যাবে।

(১৫) মওয়াহেবে লুদুনিয়া' নামক কিতাবে ইমাম আহমদ বিন মোহাম্মদ খতীব কাছতালানী বলেন–

چوں فنا شی از فقر پیرا یہ بود–او محمد دار دبے سایہ بود দ্বিতীয় পংক্তিতে রসুল করিম (দঃ) এর মোজেজার দিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, তাঁর ছায়া পরিলক্ষিত হতো না।

(১৬) মওয়াহেবে লুদুন্নিয়া' নামক কিতাবে ইমাম আহমদ বিন মোহাম্মদ খতীব কাছতালানী বলেন–

لم يكن له ظل فى شمس ولا فى قمر (رواه الترمذى عن ذكوان)

অর্থাৎ– হযরত জাকওয়ান হতে তিরমিজি শরীফে বর্ণিত যে, হুজুরের কোন প্রকার ছায়া চন্দ্র এবং সুর্যে কোথাও ছিল না।

(১৭) আল্লামা হোসাইন ইবনে মোহাম্মদ ওয়াহাব স্বীয় গ্রন্থ "কিতাবুল হামছিন ফি আহওয়ালিন নফ্‌সিন নাফিছ' এ বলেন।

لم يقع ظله على الارض ولا ارئى له ظل فى شمس ولا قمر

অর্থাৎ– তাঁর ছায়া জমীনের উপর পড়ে নাই। আর চন্দ্র ও এবং সুর্য কোথাও দেখা যায়নি।

www.AmarIslam.com

(১৮) "নুরুল আবছার ফি মানাকিবে আলান নবীয়্যিল আতহার" কিতাবে রয়েছে,--------------বিশ্বনবী (দঃ) এর ছায়া জমিনের মধ্যে পড়ত না এবং চন্দ্র, সূর্য কোথাও পরিলক্ষিত হত না।

(১৯) ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ) "আফজালুল কুরা" নামক কিতাবে লিখেছেন,

مما يؤيد انه صلى الله عليه وسلم صار نورا اذا كان يمشى فى الشمس والقمر لا يظهر له ظل الا بكثيف وهو صلى الله عليه وسلم عن سائر الكثافات الجسمانية وصيره نورا اصرفا لا يظهر له ظل اصلا– প্রিয় নবী (দঃ) নূর হবার স্বপক্ষে যে সমস্ত প্রমাণ রয়েছে তন্মধ্যে এটাও একটি যে, তিনি যখন চন্দ্র ও সুর্যের আলোতে চলতেন তখন তাঁর ছায়া প্রকাশ পেত না। কারণ স্থুল বস্তুরই ছায়া হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সর্ব প্রকার দৈহিক স্থুলতা থেকে মুক্ত করেছেন। এবং তাঁকে খাটি নূর হিসেবে তৈরী করেছেন তাই তাঁর ছায়া প্রকাশ পেত না।

(২০) শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) স্বীয় কিতাব "মাদারেজুন নবুওয়াতে" লিখেছেন, ونبود براں حضرت صلى الله عليه وسلم راسا يه درآفتاب ونه درقمر চন্দ্র এবং সুর্য কোথাও তাঁর ছায়া ছিল না।

(২১) মুজাদ্দেদে আলফেছানী (রঃ) "মকতু বাতের" তৃতীয় খন্ডে লিখেছেন, নবী করিম (দঃ) এর ছায়া ছিল না। পার্থিব জগতে প্রত্যেক

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেহের ছায়া দেহ হতে হাল্কা হয়ে থাকে। যেখানে প্রিয়নবী (দঃ) এর দেহ মোবারক অপেক্ষা আর কোন কিছু হাল্কা ছিলনা সেখানে তাঁর ছায়ার কি অবস্থা হতে পারে।

(২২) হযরত শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ) "তফসীরে আজিজী" শরীফের ৩০তম পারায় ছুরা "ওয়াদ্দুহা" এর তফসীরে বলেন, তাঁর ছায়া জমীনে পড়ত না।

(২৩) "শরহে শেফা" এর উদ্ধৃতি দিয়ে মাজমাউল বিহারে বলা হয়েছে–

وَمِنْ اَسْمَائِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّوْرُ، قِيْلَ مِنْ خَصَائِصِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ اِذَا مَشٰى فِى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا يَظْهَرُ لَهٗ ظِلٌّ

অর্থাৎ–তাঁর অন্যান্য নাম মোবারকের মধ্যে নূরও একটি। তিনি যখন চন্দ্র এবং সূর্যে চলতেন তখন ছায়া প্রকাশ পেত না।

(২৪) "ফতুহাতে আহমদিয়া শরহে হামজিয়া" নামক কিতাবে আল্লামা ছোবহান হামলী বলেন–

لَمْ يَكُنْ لَهٗ صلعم ظِلٌّ مَا يَظْهَرُ فِى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

অর্থ– বিশ্বনবী (দঃ) এর ছায়া ছিল না, যা 'চন্দ্র এবং সূর্যে প্রকাশ পায়।

(২৫) আল্লামা ইউছুপ মিনহানী "জাওয়াহেরুল বিহারের ১ম খণ্ডে ৪৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন– وَكَانَ اِذَا مَشٰى فِي قَمَرٍ اَوْشَمْسٍ لَا يُظْهِرُ لَهٗ ظِلٌّ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ– যখন তিনি চলতেন তখন চন্দ্র সূর্য কোথাও তাঁর ছায়া প্রকাশ পেত না। উল্লেখিত হাদিস ও আলেমগণের বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, বিশ্বনবী (দঃ) এর ছায়া মুলতঃ ছিলই না। না ছিল সূর্যের আলোতে না চন্দ্রের কিরণে এবং না চেরাগের আলোতে।

দেওবন্দের ওহাবীদের বক্তব্যঃ–

বিশ্বনবী (দঃ) এর দেহমোবারকের ছায়া না থাকার বিষয়টি দেওবন্দের ওহাবী ওলামারা এবং গায়রে মুকাল্লেদরা ও মেনে নেয়। এবং এর স্বপক্ষে জোরালো প্রমাণ সমুহ উপস্থাপন করে। জানি না বর্তমান দেওবন্দীদের কি হয়েছে যে, তারা স্বীয় মুরুব্বীদেরকে ও মানতে পারছেনা। শুধু তাই নয়, তারা রীতিমতো বিষয়টি অস্বীকার করে আসছে। আল্লাহ তাদেরকে অনুধাবন করার শক্তি দিন এবং বিরোধীতা না করে সত্য মেনে নেয়ার তৌফিক দান করুন।

দেওবন্দের পেশোয়া মৌলভী রশিদ আহমদ গাংগুহী স্বীয় কিতাব এমদাদুচ্ছুলুকের ৮৬ প্রষ্ঠায় লিখেন–

একথা মুতাওয়াতের সনদ দ্বারা (অর্থাৎ বিশ্বাস যোগ্য ভাবে) প্রমাণিত যে, হুজুর (দঃ) এর ছায়া ছিলনা। আর প্রকাশ থাকে যে, নূর ব্যতীত সকল বস্তুরই ছায়া রয়েছে।

বন্ধুগণ! এ বিশ্বাস হলো সে মৌলভী রশিদ আহমদ গাংগুহীর, যিনি দেওবন্দীদের বড় পীর, সমসাময়িক কালের তথাকথিত কুতুব এবং আরো কতো কি?

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যুক্তির আলোকে ঃ-

বিবেকের চাওয়া ও এটা যে, প্রিয় নবীর ছায়া না হোক। কারণ দেহ জগতে কিছু দেহ রয়েছে যাদের ছায়া হয়না। অর্থাৎ ঐগুলোর দেহ আছে বটে ছায়া থাকে না।

অথবা একারণেই যে, ঐ দেহের উপর আল্লাহ তায়ালা নূরের প্রলেপ মেখে দিয়েছেন। অথবা এ কারণেই যে, দেহ হচ্ছে স্বচ্ছ। দেখুন চন্দ্র, সূর্য এবং তারকা দেহ বিশিষ্ট অথচ সেই গুলো ছাঁয়া নেই তার আলোতে আলোকিত হয়েছে। এই বাহ্যিক আলোর কারণে তাঁর ছায়া নেই। স্বচ্ছ পরিস্কার কাঁচের ও ছায়া হয় না। অনেকবার পরীক্ষিত। কাঁচ নূর নয়, শুধু মাত্র স্বচ্ছাতাই তাকে ছায়াবিহীন করে দিয়েছে। কোনকোন সময় স্থুল দেহের ও ছায়া হয় না। যখন চতুর্দিক থেকে তাঁর উপর অলো দেয়া হয় অথবা বিদ্যুৎ এর নীচে যখন দাড়ায় তখন তার ছায়া হয় না। কারণ আলো তাকে ঘিরে রেখেছে। গ্রীষ্ম কালে যখন দ্বিপ্রহরে মাথার ঠিক উপরে সূর্য থাকে তখন মানুষ তথা কোন দেহের ছায়া হয় না। কারণ সূর্যের আলো তার দেহের প্রতিটি অংশের উপর পড়ে, যদিও বিদ্যুতের প্রকট আলোতে আলোকিত একটি বালব দ্বারা আলো বিস্তার করা হয় তাহলে সেটা নূরের উপর নূর হবে। সেখানে ছায়া পড়ার কোন কথাই আসতে পারে না। যেখানে বাহ্যিক আলোর কারণে ছায়া দূরীভুত হয়ে যায়, বিশ্বনবী (দঃ) কে আল্লাহ তায়ালা নূরের দেহ বলে আখ্যায়িত করেছেন, প্রিয়নবী স্বয়ং দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ আমাকে নূর করে দাও, কোরানে পাকে নূরের উপর নূর বলেছেন, সে দেহের ছায়া না থাকতে আশ্চর্য হবার কি আছে ? উল্লেখিত সমস্ত দেহকে ছায়াবিহীন

www.AmarIslam.com
বিশ্ব নবী (দঃ) নূর হওয়ার প্রমাণ

মেনে নেয়া যেতে পারে কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) কে ছায়াবিহীন মানতে নারাজ কেন ?

প্রশ্নোত্তর পর্ব

ছায়া বিহীন কায়া সম্পর্কে বিরোধীতাকারীদের নিকট কোন জোরালো অভিযোগ নেই শুধু মাত্র দুই তিনটি সন্দেহ বিদ্যমান। যা সব সময় সর্বত্র বলে বেড়ায়। আমরা নিম্নে তাদের উক্ত সন্দেহ মূলক আপত্তি সমূহ উত্তর সমেত পেশ করছি। আল্লাহ তা'লা কবুল করুন।

১। মসনদে আহমদে বিবি ছুফিয়া থেকে বর্ণিত,

قَالَتْ بَيْنَمَا اَنَا يَوْمًا بِنِصْفِ النَّهَارِ وَاِذَا اَنَا بِظِلِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ- তিনি বলেন একদা আমি দ্বিপ্রহরে রসুলে করিম (দঃ) এর ছায়ার মধ্যে ছিলাম। দেখুন, হযরত ছুফিয়া বলেন, যে আমি হুজুর (দঃ) এর ছায়ার মধ্যে ছিলাম।

উত্তরঃ যদি তাঁর ছায়া না থাকত তাহলে সুফিয়া (রাঃ) কিভাবে তাঁর ছায়ার মধ্যে ছিলেন?

'জিল' শব্দটি সম্পর্কে আলোচনা করুন, ছায়াকেই (আরবীতে) 'জিল্লুন' বলা হয়।

জ্ঞাতব্যঃ- দেওবন্দী ওহাবীর নিকট অত্র হাদীস ব্যতীত বিশ্বনবী (দঃ) এর ছায়া প্রমাণ করার জন্য আর কোন হাদিস মিলেনি, অত্র হাদিসটিকে তারা অত্যান্ত গর্ব সহকারে পেশ করেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জবাবঃ–বর্ণিত হাদিসে 'জিল্লুন' শব্দটির অর্থসাধারণ ছায়া নয়। যহা স্থুল বস্তু হতে সৃষ্টি হয়, কারণ মদিনা মোনাওয়ারায় ঠিক দ্বিপহরে ও এ ধরণের ছায়া পড়েই না। আর এমন দীর্ঘ ছায়া যার মধ্যে আর একজন ব্যক্তি চলতে পারে এরূপ ছায়া গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশেও তো পড়ে না। সুতরাং এখানে ছায়া আরবী ভাষা মোতাবেক দয়া ও মেহেরবানীকে বুঝনো হয়েছে। যেমন কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে বলা হয়। دَامَ ظِلُّهُ অর্থাৎ- তাঁর ছায়া সর্বদা থাকুক, দীর্ঘ হোক। এর অর্থ এই যে, তাঁর দয়া মেহেরবানী সর্বদা অব্যাহত থাকুক। হাদিস শরীফে রয়েছে–

السُّلْطَانُ الْعَادِلُ الْمُتَوَاضِعُ ظِلُّ اللهِ

অর্থাৎ– বিনয়ী ন্যায় পরায়ন বাদশা আল্লাহর ছায়া স্বরূপ। (জামে ছগীর–২য় খণ্ড ৩১ পৃঃ)

لِسَبْعَةٍ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ

অর্থাৎ– সাতজন ব্যক্তিকে আল্লাহ তার আরশের ছায়া তলে স্থান দিবেন। দেখুন, আল্লাহর কোন স্থুল দেহ নেই যা থেকে ছায়া হতে পারে এবং আরশ ও ছায়াদানকারী নয়। সুতরাং উভয় হাদিসে ছায়া অর্থ রহমতই হবে। হাদীস শরীফে আরো রয়েছে–

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً تَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا

অর্থাৎ– বেহেশতে একটি বৃক্ষ রয়েছে যার ছায়ায় একজন ভ্রমণ কারী ১০০ বৎসর চলতে থাকলেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।

www.AmarIslam.com

(বোখারী, মুসলিম-বাবু ছিফাতিল জান্নাত)

দেখুন, বেহেশতে সূর্য ও নেই, চন্দ্র ও নেই, তাথাপি বৃক্ষের ছায়া বলতে কি বুঝানো হয়েছে? নিশ্চয় এখানে ও ছায়া বলতে আশ্রয়কে বুঝানো হয়েছে। তাঁদের পেশকৃত হাদিসে যদি ছায়া দ্বারা সাধারণ ছায়াকে বুঝানো হয় তাহলে অত্র হাদিসের অর্থ ঐ সমস্ত কোরআনের আয়াতেরও পরিপন্থি হবে যা ইতি পূর্বে উল্লেখিত।

দুই

পবিত্র কোরানে আল্লাহ পাক বলেন–

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلٰلُه عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ

অর্থ ঃ তারা কি আল্লাহর সৃষ্টি বস্তু দেখেনা, যার ছায়া আল্লাহর প্রতি বিনীত ভাবে সেজদায় অবনত থেকে ডান ও বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রতিয়মাণ হল যে, প্রত্যেক বস্তু তার ছায়া সমেত আল্লাহকে সিজদা করে। যদি বিশ্বনবী (দঃ) এর ছায়া না থাকে তাহলে তিনি অন্যান্য ইবাদতকারী অপেক্ষা তুলনামুলক কম উপসনাকারী হবেন। সমগ্র সৃষ্টির দুই সিজদা, আর প্রিয়নবীর হবে এক সিজদা। সুতরাং তাঁর ছায়া ছিল যাতে তাঁর ইবাদত ও দ্বিগুন হয়।

জবাবঃ– উক্ত বক্তব্যের উত্তর দুই ভাবে দেয়া যায় এলজামী ও তাহকীকি।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এলজামী উত্তর ঃ উক্ত বক্তব্য হতে বুঝা যায় যে, যখন কোন দেওবন্দী ছায়ায় নামাজ পড়ে সেখানে তার ছায়া পড়ে না। সাথে সাথে কোন জন্তু রৌদ্রে দাড়িয়ে আছে আর তাঁর ছায়া পড়ছে। তখন উক্ত দেওবন্দী থেকে ঐ জন্তুটি উত্তম হবে। যেহেতু দেওবন্দী ব্যক্তিটি শুধু মাত্র নিজেই ইবাদত করেছে আর জন্তুটি ছায়া সমেত আছে। এখানে আপনি যে উত্তর দেবেন ওখানেও সে বক্তব্য পেশ করুন।

তাহাকীকি উত্তরঃ- বিশ্বনবী (দঃ)এর একটি সিজদা সমগ্র সৃষ্টির সারা বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম হবে। যেখানে নবীর সাহাবাদের সোয়া সের যব দান করা আমাদের পর্বতসম স্বর্ণ দান করা অপেক্ষা উত্তম হয়, সেখানে বিশ্বনবী (দঃ) এর ইবাদতের কথা আর কি বলা যাবে? কোন বস্তু ছায়া বিশিষ্ট হোক (দঃ) কিংবা ছায়া বিহীন তা কোন অবস্থাতেই প্রিয় নবীর মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনা।
মৌলভী সাহেব! ভবিষ্যতে আপনি এবং আপনার দলবল সর্বদা রোদ্রে নামাজ পড়বেন. যাতে দ্বিগুণ সিজদা আদায় হয়।

তিন

আল্লাহ তা'লা কোরানে মজিদে বলেন- مَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

বলুন, নিশ্চয় আমি তোমাদরে মতো বশর! বর্ণিত আয়াত অনুযায়ী প্রিয়নবী (দঃ) আমাদের মতো। অথচ হন কিভাবে ?

জবাবঃ –এর উত্তর ও দুই ভাবে দেয়া যায়। এলজামী ও তাহকীকি।

এলজামী উত্তরঃ– হুজুর আমাদের মতো। অথচ আমরা নবী নই রসুলও নই, শফিউল মুজনেবীনও নই রাহমাতুল্লীল আলামীন ও নই। তাহলে (নউজুবিল্লাহ) তিনিও নবী, রাসুর, রাহমাতুল্লিল আলামীন ও শফিউল

www.AmarIslam.com

মুজনেবীন ও নন?

এর এ ধরণের তফসীরের মাধ্যমে বিশ্বনবী (দঃ) এর নবুয়ত রেসালাত সবকিছুকে অস্বীকার করা হয়।

তাহকীকি উত্তরঃ উক্ত আয়াতে প্রিয় নবীর সাথে আমাদের মিল সেখানেই যে, তিনি অন্যান্য বান্দাদের খোদা নন। আল্লাহর সন্তানও নন আত্মীয়ও নন বরং আল্লাহর খাটি বান্দা। তাঁর মধ্যে খোদায়িত্বের অবকাশ নেই।

বিরুদ্ধবাদীদের নিকট ছায়া বিদ্যমান থাকার স্বপক্ষে জোড়ালো কোন প্রমাণ নেই। শুধুমাত্র শত্রুতা বশতঃ অস্বীকার করছে। কতেক সন্দেহকে দলীয় মনে করছে। আমরা তো কোরানের আয়াত, নবীর হাদিস, বুজুর্গানে দ্বীনের উক্তি, বিবেকগ্রাহ্য প্রমাণাদি ও তাদের বুর্জগ গণের বক্তব্য পেশ করলাম। তারা ও ছায়া বিদ্যমান না থাকার পক্ষে কোরানের আয়াত, হাদিস, সাহাবীর বক্তব্য পেশ করুক। যদি পেশ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে বিশ্বনবীর একটি মোজেজা এবং তাঁর পরিপূর্ণতাকে কেন অস্বীকার করা? অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, অন্যান্য সম্প্রদায় নিজেদের বুজুর্গগণের মিথ্যা গুণাবলী বর্ণনা করে।

আর তারা নিজ নবীর সত্য গুণাবলী মানতে নারাজ? যদি ইত্যকার লাখ লাখ গুনাবলী আল্লাহ তার হাবিব কে প্রদান করেন এতে তাদের অসুবিধা কোথায়? আল্লাহ সে চোখ দান করুন যা প্রিয়নবীর সেই গুণাবলী দর্শণে সক্ষম হয়। বুন্ধুগণ! বাহ্যিক চোখ সুরমা দ্বারা সুন্দর হয় কিন্তু অন্তরের চক্ষু আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের পদধুলি দ্বারা আলোকিত হয়। কোন বুজর্গ ব্যক্তির দরবারের ধুলা চোখে লাগাও এতে চোখের দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পাবে। প্রিয়নবী (দঃ) কে আবু জাহেল শুধু কপালের চোখে দেখেছিল। তাই কাফের থেকে গেছে আর হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) অন্তরের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

চোখে দেখে ছিলেন, তাই মোমেন সাহাবী হয়েছেন।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেনঃ-

নবী করিম (দঃ) এর ছায়া এ জন্যেই ছিল না যে, ছায়া অপেক্ষাকৃত হালকা হয়। যেমন দেওয়াল, বৃক্ষ ইত্যাদির ছায়া দেহ অপেক্ষা হালকা। প্রিয়নবী (দঃ) এর ছায়া যদি তার দেহ অপেক্ষা হালকা হয় তাহলে তাঁর দেহ মোবারক হালকা হবার গুণহ্রাস পাবে।

বিশ্বনবী (দঃ) এর ছায়া বিহীন হওয়ার এত অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে যে, যদি ইহা একটি এজমা সমর্থিত মাছ আলা বলা হয় তবুও অত্যুক্তি হবেনা।

জানিনা, বিরুদ্ধ বাদীদের এটা মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? অথচা ইহা কোন আশ্চার্যজনক কথাও নয়। আল্লাহ হবার কোন চিহ্নও নয়। যদি তা হতো, তাহলে অন্ততঃ শিরক হবার ভয় হতো। পৃথিবীতে কোটি বস্তু ছায়াবিহীন ! অথচ তা মেনে নিতে তাদের কোন দ্বিধা নেই।

সমাপ্ত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com